এপ্রিল ২০১৪, চৈত্র-বৈশাখ ১৪২০-১৪২১

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

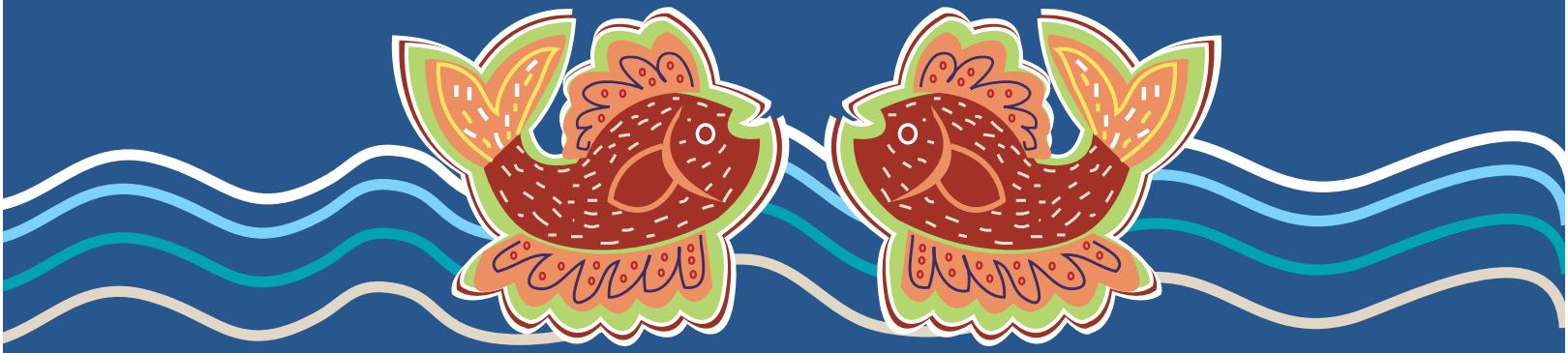

> প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডকে করেছে গতিশীল এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে করে তুলেছে আরও আধুনিক।
>
> – *কাজল কুমার সরকার*
> *প্রাক্তন উপ মহাব্যবস্থাপক*
> *বাংলাদেশ ব্যাংক*

ব্যাংক পরিক্রমার স্মৃতিময় দিনের এবারের অতিথি কাজল কুমার সরকার। তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের উপ মহাব্যবস্থাপক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে তদানীন্তন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে তিনি যোগদান করেন। ২০০৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে পরিবার নিয়ে তিনি দিনাজপুরে বসবাস করছেন। তাঁকে নিয়ে স্মৃতিময় দিনের এ পর্বের আয়োজন।

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  লিজা ফাহমিদা
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  আজিজা বেগম
  ইন্দ্রাণী হক
  বিশ্বজিত বসাক
- **প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা**
  ইসাবা ফারহীন
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান
- **গ্রাফিক্স**
  মোহাম্মদ আবু তাহের ভূঁইয়া

স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে কর্মরত সময়ের কিছু কথা বলুন।

স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানে যোগদানের সময় উর্দুভাষী কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। সে সময় আমি উর্দু ভাষায় খুব একটা পারদর্শী ছিলাম না। তাই প্রায় সময়ই বৈরি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো। আর এই অবস্থা চরম আকার ধারণ করে ১৯৭১ সালে, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে। প্রায় প্রতিটি মুহূর্তই আতঙ্কের মধ্যে কাটাতাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান থেকে বাঙালি কর্মকর্তাদেরকে বাধ্যতামূলক ছুটি দিয়ে দেয়া হলো। অবসান হলো স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের কর্মজীবনের।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর স্বাধীন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে যোগদানের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কিছু বলুন।

আগেই বলেছি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের চাকরি থেকে অব্যাহতি লাভ করি। তবে মুক্তি পাইনি পাকিস্তানে বসবাসের হাত থেকে। ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত দেশে আসার সুযোগ পাইনি। দীর্ঘ দুই বছর পর স্বাধীন দেশের মাটিতে প্রথমবারের মতো আসতে পারি। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রেডক্রস নিজস্ব বিমানযোগে আমাদের দেশে নিয়ে আসে। এয়ারপোর্টে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিরা আমাদের নিতে উপস্থিত ছিলেন। শুরুতেই বেতনসহ দুই মাসের ছুটি দেয়া হয়। সে সময় এই পাওয়াটি ছিল আমাদের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত তবে অতি মধুর।

প্রাক্তন উপ মহাব্যবস্থাপক কাজল কুমার সরকার

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মরত সময়ের অভিজ্ঞতা বলুন।

ব্যাংকে চাকরিরত অবস্থায় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, সহকর্মী সকলেরই সহযোগিতা ও ভালোবাসা পেয়েছি। এর মধ্যে ড. সোহরাব উদ্দিন স্যার, কামালউদ্দিন স্যারের নাম মনে পড়ে। আমি বিশেষভাবে বলতে চাই মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী স্যারের কথা। এফইপিডিতে কাজ করার সময় আমি স্যারকে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে পেয়েছিলাম এবং তাঁর সান্নিধ্যে থেকে কাজ করতে পারাকে আমি সৌভাগ্য বলে মনে করি।

আপনার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাই।

আমার স্ত্রী দিনাজপুরের ক্রিসেন্ট গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষিকা। এক ছেলে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। অপর ছেলে বিআইবিএমে অধ্যয়নরত।

সবশেষে বর্তমান সময়ের বাংলাদেশ ব্যাংক সম্পর্কে কিছু বলুন।

বর্তমানের বাংলাদেশ ব্যাংক হলো ডিজিটাল ব্যাংক। আমাদের সময় অফিসে একটি কম্পিউটার কেনার ক্ষেত্রেই অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হতো। আর এখন প্রায় প্রত্যেক কর্মকর্তার ডেস্কেই রয়েছে ল্যাপটপ। সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সুবিধাও পাচ্ছে সবাই। প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডকে করেছে গতিশীল এবং বাংলাদেশ ব্যাংককে করে তুলেছে আরও আধুনিক। ধন্যবাদ।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

ড. আতিউর রহমান স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্সের উদ্বোধন করছেন

চট্টগ্রামে
স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, রংপুর অফিসের পর এবার চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হলো স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স। প্রধান কার্যালয়ের গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে চট্টগ্রামে স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স ৮ মার্চ ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান। সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য অধ্যাপক হান্নানা বেগম, ব্যাংক এশিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মেহমুদ হোসেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী, রূপালী ব্যাংক লিঃ এর মহাব্যবস্থাপক ও স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংক চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া। এছাড়াও গ্রিন ব্যাংকিং এন্ড সিএসআর ডিপার্টমেন্টের উপ মহাব্যবস্থাপক খন্দকার মোরশেদ মিল্লাত, যুগ্ম পরিচালক গোলাম মহিউদ্দীনসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। কনফারেন্সে চট্টগ্রাম নগরীর ৪৩টি স্কুলের ৫ শতাধিক শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

অনুষ্ঠানে গভর্নর বলেন, দারিদ্র্য নিরসন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় নিতে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক শিক্ষা এ দু'টি কর্মসূচির ওপর কয়েক বছর ধরেই বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক। স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমে শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসায় গভর্নর সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী স্টলগুলো ঘুরে দেখেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ নওশাদ আলী চৌধুরী বলেন, স্কুল ব্যাংকিং নতুন প্রজন্মকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করবে, আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য অধ্যাপক হান্নানা বেগম বলেন, আজকের শিশুরাই আগামীতে নেতৃত্ব দিবে এবং স্কুল ব্যাংকিং নতুন দেশ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

কনফারেন্স প্রস্তুতি কমিটির সভাপতি ও রূপালী ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী বলেন, দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবার আওতায় আনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে স্কুল ব্যাংকিং অন্যতম। নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমানের সঞ্চালনায় কনফারেন্সে আগত স্কুল শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্স শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উল্লেখ্য, দেশের ৪৭টি ব্যাংকে ২ লাখ ৮৬ হাজার হিসাব খুলেছে শিক্ষার্থীরা। এ হিসাবগুলোতে তারা এ পর্যন্ত ৩০৪ কোটি টাকা জমা করেছে। ২ নভেম্বর ২০১০ থেকে শুরু হওয়া এই কার্যক্রমে দেশের বিভিন্ন ব্যাংকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত উল্লিখিত সংখ্যক হিসাব খোলা হয়েছে। মূলত শিক্ষার্থীদের স্কুল ব্যাংকিংয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি এবং কম বয়স থেকেই সঞ্চয়ের প্রতি আকৃষ্ট করতে পর্যায়ক্রমে এ ব্যতিক্রমী মেলা আয়োজন করা হচ্ছে। মাত্র ১০০ টাকায় ৬-১৮ বছর বয়সী যে কোন স্কুল শিক্ষার্থী এখন ব্যাংক হিসাব খুলতে পারছে। হিসাবে কেবলমাত্র সরকারি ফি ছাড়া অন্য কোন সার্ভিস চার্জ বা ফি আরোপ করা হয় না। এসব হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংকগুলো শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাসিক বেতন ও অন্যান্য ফি সংগ্রহ করতে পারবে। বৃত্তি, উপবৃত্তির টাকাও এসব হিসাবে জমা করা যাবে। এ ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টধারী শিক্ষার্থীরা ব্যাংকের বিভিন্ন সেবা সম্পর্কে জানতে পারছে। এটিএম, ডেবিট, ক্রেডিট কার্ড, অনলাইন ব্যাংকিং, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মতো তথ্যপ্রযুক্তিসম্পন্ন সেবার সাথে পরিচিত হতে পারছে। এটাই স্কুল ব্যাংকিংয়ের মূল লক্ষ্য।

কনফারেন্সে ড. আতিউর রহমান স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের ওপর বিভিন্ন ব্যাংকের স্টল পরিদর্শন করেন

এসএমই ঋণে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার

দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে ২০১৪ সালে ৮৮ হাজার কোটি টাকা এসএমই ঋণ বিতরণ করা হবে। উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সহজ শর্তে ব্যাংকের সেবা প্রদানের জন্য এসএমই ঋণ কর্মসূচি চালু করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে। এখন ব্যাংকগুলোর মন্দঋণ কমার পাশাপাশি এসএমই ঋণের মাধ্যমে বেকারত্ব কমছে ও স্বাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিসের সহযোগিতায় ২২ মার্চ ২০১৪ স্থানীয় শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে 'এসএমই উদ্যোক্তা ও ব্যাংকার সম্মেলন' এবং 'এসএমই খাতের উন্নয়নে ব্যাংকারদের দায়িত্ব ও অবদান' শীর্ষক দিনব্যাপী এক সেমিনারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম এ কথা বলেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. সৈয়দ মোঃ ইহসানুল করিমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সভাপতি ও মেয়র ইকরামুল হক টিটু, বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ, বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই অ্যান্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোঃ মাছুম পাটোয়ারী এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক এস এম শাহীন আনোয়ার।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম বৃহত্তর ময়মনসিংহের বিভিন্ন ব্যাংকের পক্ষ থেকে ৩৩ জন ঋণগ্রহীতার হাতে ১ কোটি ৬৫ লাখ টাকার চেক ও ঋণের অনুমোদন তুলে দেন।

টাকা জাদুঘরে প্রাচীন মুদ্রা প্রদান

আবহমান কালের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ধারাকে সংরক্ষণ, প্রদর্শন এবং প্রচারের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীতে স্থাপন করা হয়েছে টাকা জাদুঘর। প্রাচীন উয়ারী বটেশ্বর আমল থেকে শুরু করে সুলতানি আমল, মুঘল আমল, বৃটিশ আমল এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত সংগৃহীত মুদ্রা টাকা জাদুঘরে সংরক্ষণ এবং প্রদর্শন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ আগ্রহী হয়ে অনেক মুদ্রা ও কাগুজে নোট টাকা জাদুঘরে উপহার হিসেবে প্রদান করছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ কালেকশন গোল্ডের সত্ত্বাধিকারী খঃ জাকির হোসেন ইয়াকুব তাঁর সংগ্রহে থাকা বিভিন্ন সময়ের ৭০টি মুদ্রা টাকা জাদুঘরে প্রদান করেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম এ মুদ্রাগুলো গ্রহণ করেন এবং অন্যদেরও এক্ষেত্রে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

SAP সার্টিফিকেট অর্জন

ERP-SAP এর সাথে সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের ১৪ জন কর্মকর্তা SAP Global Certification অর্জন করেছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকে SAP এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে এ প্রশিক্ষণ বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

উল্লেখ্য, Indra Systems এর Systems, Applications and Products in Data Processing (SAP) এর আওতায় আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা হচ্ছে।

সিএসআর কার্যক্রম শুরু

বাংলাদেশ ব্যাংক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিল থেকে বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ৪ মার্চ ২০১৪ একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গভর্নর ড. আতিউর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এ তহবিল থেকে প্রথম পর্যায়ে ৯টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সর্বমোট ৪ কোটি ২৫ লাখ টাকা সহায়তা করা হচ্ছে। গভর্নর এ সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর ও প্রকল্প প্রধানদের কাছে প্রথম কিস্তিতে ২ কোটি ৯৮ হাজার টাকার চেক হস্তান্তর করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান।

আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ইন্ট্রানেট বিষয়ে গবেষণাপত্র উপস্থাপন

বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্ট্রানেট বিষয়ে একটি গবেষণাপত্র ৬-৯ জানুয়ারি ২০১৪ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে উপস্থাপিত ও প্রকাশিত হয়েছে। Intranet, a new approach for communication : Green Banking Aspects in Bangladesh শীর্ষক গবেষণাপত্রটি বাংলাদেশ ব্যাংকের আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্টের সিস্টেমস্ এনালিস্ট মোহাম্মদ রাহাত উদ্দিন এবং মুনিরা জাহান, প্রোগ্রামার এস. এম. তোফায়েল আহমাদ এবং আয়েশা নূর উপস্থাপন করেন। কনফারেন্সে প্রায় ৭৫টি দেশের গবেষকগণ তাদের গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন।

উল্লেখ্য, আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট ইতিপূর্বে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে প্রকিউরমেন্টভিত্তিক Development of a real time online procurement method to reduce cost and time in business for central bank of Bangladesh শীর্ষক গবেষণাপত্র উপস্থাপন করে Best Research Paper এর মর্যাদা লাভ করে।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ড, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ড, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ব্যাংক স্মৃতি বেদিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে। এ সময় বাংলাদেশ ব্যাংক প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিট কমান্ডের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ দেলোয়ার হোসেন খান রাজিবের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা ফিরোজ মিঞা, মুক্তিযুদ্ধ প্রজন্ম কমান্ডের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল আলম সখা, বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম খন্দকার। ভাষা শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ সেলিম মিঞা।

সংগঠন তিনটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করে

আন্তর্জাতিক মানের সফটওয়্যার চালু

সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত সফটওয়্যারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ করতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্বলিত goAML Software চালু করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। নতুন এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা, সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসহ ব্যক্তি পর্যায়ে অনলাইনে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কে অভিযোগ দাখিল করা যাবে। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এসব অভিযোগ দ্রুত কার্যকরভাবে বিশ্লেষণ করে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থায় পাঠাতে পারবে। একই সাথে এই সফটওয়্যার ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সাথে তথ্যের নিরাপদ ও সহজতর বিনিময় নিশ্চিত হবে।

৩ মার্চ ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে goAML Software এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। ডেপুটি গভর্নর ও বিএফআইইউ'র প্রধান আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা, বিএফআইইউ'র উপ প্রধান ও ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ম. মাহফুজুর রহমান ও মহাব্যবস্থাপক দেবপ্রসাদ দেবনাথ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), সিআইডি, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ইন্স্যুরেন্স ডেভেলপমেন্ট অথরিটির প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীরা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গভর্নর বলেন, সফটওয়্যারটি ব্যবহারের মাধ্যমে সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে ব্যাংকগুলোকে সর্বোচ্চ সতর্ক এবং যথাসময়ে নির্ভুল তথ্য প্রেরণে সচেতন থাকতে হবে। বিএফআইইউ প্রধান আবু হেনা মোহাঃ রাজী হাসান বলেন, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে এগমন্ট গ্রুপের সদস্যপদ লাভ করেছে ফলে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট লেনদেনে তথ্য বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা বলেন, সময়মতো তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে এই সফটওয়্যারটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। একই সাথে তিনি সংশ্লিষ্টদের সতর্কভাবে সফটওয়্যারটি ব্যবহার করার পরামর্শ দেন।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ২০১৩ এর ২য় ব্যাচের সমাপনী ও সনদ বিতরণ এবং ২০১৪ এর ১ম ব্যাচের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর এ. কে. এন. আহমেদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিবিটিএ'র নির্বাহী পরিচালক মোঃ আতাউর রহমান।

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের উদ্দেশ্যে বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্যে মেধা, প্রজ্ঞা এবং প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানের সর্বোচ্চটাই দিতে হবে। তিনি সাফল্যের সাথে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করায় নবনিযুক্ত সহকারী পরিচালকদের অভিনন্দন জানান এবং অন্যদের সফলভাবে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক মোঃ আতাউর রহমান ছয় মাসব্যাপী এ কোর্স চলাকালে গতিশীল দিক-নির্দেশনার জন্য গভর্নরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সার্বিক মূল্যায়নে ৮০ হতে ৮৮ শতাংশ নম্বর প্রাপ্তদের লেটার অব অ্যাপ্রিসিয়েশন প্রদান করা হয়। সার্বিক মূল্যায়নে প্রথম হয়েছেন জুলেখা নূসরাত, দ্বিতীয় হয়েছেন মোছাঃ মীর নূরানী রুপমা এবং তৃতীয় হয়েছেন সাইদুল ইসলাম।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে গভর্নর ড. আতিউর রহমান

সিলেট অফিস

ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সিস্টেমস বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

প্রধান কার্যালয়ের ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক সিলেট অফিসের সহযোগিতায় Deposit Insurance Systems (DIS) Public Awareness শীর্ষক একটি সেমিনার ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সিলেট অফিসের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক মোঃ আবদুল হক এবং সভাপতিত্ব করেন সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন। রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স ডিপার্টমেন্টের উপ মহাব্যবস্থাপক মাকছুদা বেগম এবং উপ পরিচালক মোঃ তাজরুল ইসলাম।

সেমিনারে বক্তারা বলেন, আমানত সুরক্ষার সাথে ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স সিস্টেম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ বিষয়ে দেশের জনগণকে যথাযথভাবে জ্ঞাত করা হলে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে থাকা ক্ষুদ্র আমানতকারীগণ ব্যাংকে সঞ্চয় করতে উৎসাহিত হবে। ফলে আমানত ও বিনিয়োগ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। স্থানীয় ৪০টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

অতিথিদের সাথে সেমিনারে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাবৃন্দ

ময়মনসিংহ অফিস

মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের আয়োজনে ময়মনসিংহ অঞ্চলের বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের প্রতিনিধিদের সাথে ৯, ১২, ১৭ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এসএমই ঋণ বিষয়ক মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক ময়মনসিংহ অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক গাজী সাইফুর রহমান। এসএমই ঋণ নীতিমালার বিভিন্ন দিক বিস্তারিতভাবে

সভায় এসএমই ঋণ নীতিমালার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়

তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন যুগ্ম পরিচালক স্বপন কুমার চৌধুরী। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম পরিচালক সৈয়দ হুছনাইন আহমদ ও শাহিদা বানু এবং সহকারী পরিচালক সিকদার তারান্নুম তারানা ও মোঃ আরিফুল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

প্রধান কার্যালয়ের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-৪ কর্তৃক আয়োজিত Capacity Build up শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স ২৯ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে ময়মনসিংহ অফিসে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিটি উদ্বোধন করেন ময়মনসিংহ অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হামিদ। অনুষ্ঠানে প্রধান কার্যালয়ের ডিবিআই-৪ এর মহাব্যবস্থাপক গোলাম মোস্তফা, ময়মনসিংহ অফিসের ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-১ ও ২ এর প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের ইসলামি ব্যাংকিং কার্যক্রম ও কোর রিস্কসমূহের বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন। একই বিভাগের উপ মহাব্যবস্থাপক আবদুল মতিন মাহবুব ও মোঃ শোয়েব আলী আমানত ও বিনিয়োগ বিষয়ক পরিদর্শন কৌশল এবং কোর রিস্কসমূহের গাইডলাইন ও চেকলিস্ট বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

খুলনা অফিস

সরস্বতী পূজা উদ্‌যাপন

ব্যাংকার্স পূজা কমিটি, খুলনার উদ্যোগে স্থানীয় আর্য্য ধর্মসভা মন্দির প্রাঙ্গনে ৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ খুলনা অঞ্চলের বিভিন্ন ব্যাংকের সনাতন ধর্মাবলম্বী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। ঐদিন সন্ধ্যায় একটি আলোচনা সভা ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রাজশাহী অফিস

সিআইবি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স

নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া এবং সেমিনারে অংশগ্রহণকারীগণ

বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী আয়োজিত CIB Business Rules & Online Systems শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স রাজশাহী অফিসের সেমিনার কক্ষে ২৬-২৭ জানুয়ারি ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী অফিসের আওতাধীন বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকের ৮০ জন কর্মকর্তা এ কোর্সে অংশগ্রহণ করেন। নির্বাহী পরিচালক জিন্নাতুল বাকেয়া প্রধান অতিথি হিসেবে কোর্স উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমীর উপ মহাব্যবস্থাপক মোঃ নূরুল আমিন। সেমিনারে প্রশিক্ষক ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরোর যুগ্ম পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং উপ পরিচালক সুলতানা জেসমিন।

চট্টগ্রাম অফিস

ব্যাংক ক্লাবের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, চট্টগ্রাম ৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। ক্লাবের সভাপতি মোঃ ফখরুদ্দিন আহমেদ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মাসুম কামাল ভূঁইয়া। তিনি বিভিন্ন ইভেন্টে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। তাছাড়া ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পোষ্য ৭০জন কৃতি শিক্ষার্থীকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন

বরিশাল অফিস

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, বরিশাল কর্তৃক আয়োজিত ২০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ মহাব্যবস্থাপক কাজী এনায়েত হোসেন।

প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ পর্বে বক্তব্য রাখেন ক্লাবের ক্রীড়া সম্পাদক মোঃ ফকরুল আলম হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক ওমর ফারুক মোল্লা ও ক্লাব সভাপতি মোঃ আবু তাহের। নিবিড় অনুশীলনের মাধ্যমে আসন্ন আন্তঃব্যাংক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে সাফল্য ছিনিয়ে আনার জন্য প্রধান অতিথি ক্রীড়াবিদদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রতিযোগিতায় দ্রুততম মানব ও মানবী হওয়ার গৌরব অর্জন করেন মোঃ মঞ্জুরুল আলম ও মোসাম্মৎ রোজিনা আক্তার। এছাড়া তিনটি ইভেন্টে প্রথম স্থান অর্জন করে ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ন হন মোঃ আল আমিন হাওলাদার।

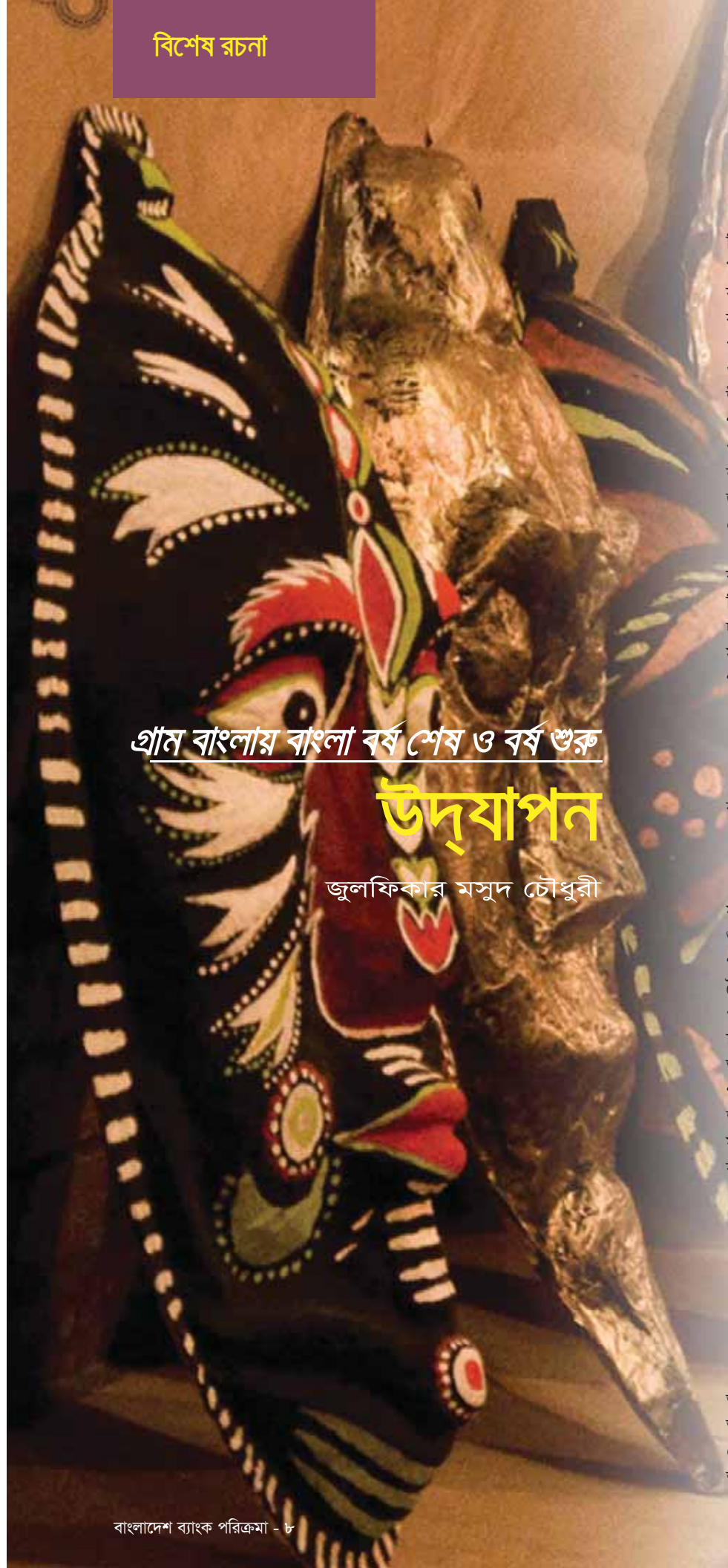

গ্রাম বাংলায় বাংলা বর্ষ শেষ ও বর্ষ শুরু

উদ্‌যাপন

জুলফিকার মসুদ চৌধুরী

ষড়ঋতুর দেশ আমাদের এ বাংলাদেশ। প্রকৃতির নিয়মে এক একটি ঋতু আমাদের মাঝে আসে। প্রতিটি ঋতু আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ঋতু বৈচিত্র্য এ দেশকে করে তুলেছে অপার সৌন্দর্যের অধিকারী। দেশটি ঋতু রঙময়ী রূপসী বাংলা। তবে এক ঋতু থেকে অন্য ঋতুর পরিবর্তন ঘটে - অনেকটা সকলের অলক্ষ্যে। কোনটা কুহু ও কেকা রবে, কোনটা ফুল-ফলের ডালা সাজিয়ে তার উপস্থিতি জানান দেয়। ফাল্গুনে ঝরাপাতার পর বোশেখে গাছের ডালে একদিন দেখা যায় সবুজ কুঁড়ি, কচি পাতা। পত্র-পল্লবিত সবুজ বৃক্ষ শাখা। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত আমাদের জীবনে ও অস্তিত্বে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। বৈচিত্র্যময় ঋতুরঙ্গের এমন উজ্জ্বল প্রকাশ এদেশ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না।

প্রতিটি ঋতু বা মাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের অনুভূতি। এ সময় তাঁরা রচনা করেন নিজস্ব পংক্তিমালা। চৈত্র বাংলা ঋতুর শেষ মাস। চৈত্রের দাবদাহ, কাঠফাটা রোদ ও অসহ্য গরমের সাথে আমরা সবাই পরিচিত। এ সময় কবি রচনা করেন বর্ষ শেষের গান।

যেমন অতুল প্রসাদ লিখেছেন,

'মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন দেশে
ও আকাশ বল আমারে.....'

ঠিক তেমনি বর্ষ বিদায় বেলায় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই গান

'তোমার আনন্দ ওই এলো দ্বারে
এল এল এল গো ওগো পুরবাসী'.....।

প্রখর বহ্নিজ্বালা নিয়ে গ্রীষ্মের রুদ্র আবির্ভাব ঘটে। সর্বত্রই এক ধূসর মরুভূমির ধূ-ধূ বিস্তার। মাঠ ঘাট পুকুর শুকিয়ে যখন চৌচির, কোথাও পানি নেই, পিপাসার্ত কাক গাছের ডালে বসে ঝিমোয়, তখন চৈত্র শেষে কাল বৈশাখীর তাণ্ডব আমরা দেখতে পাই। আকাশের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে এক খণ্ড মেঘ দেখা যায়, যা অল্প সময়ে চারদিক আচ্ছন্ন করে ফেলে। আকাশের বুক চিরে তীব্র আলোর ঝলকানি দেখা দেয়। তীব্র বেগে নিচে নেমে এসে গাছপালা, ঘরবাড়ির ওপর যেন আছড়ে পড়ে। গাছের ডালপালা ভেঙ্গে পড়ে, টিনের চালা দূরে উড়িয়ে নিয়ে যায়। প্রকৃতির এ যেন এক ভয়ানক মূর্তি। বোশেখ প্রারম্ভে কাল বৈশাখীর রুদ্র রূপ দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধুলায় ধূসর রুদ্র উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃ ক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিশাল ভয়াল
কারে দাও ডাক-
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ
ছায়ামূর্তি যত তপ্ত অনুচর
দগ্ধ তাম্র দিগন্তের কোন ছিদ্র হতে ছুটে আসে'।

বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন পহেলা বৈশাখ। এটি আমাদের জীবনে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। এটি আমাদের উৎসবের দিন। বহুকাল থেকে আমাদের দেশে এ দিনটি সমারোহের সাথে পালিত হয়ে আসছে। তাছাড়া, ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামে বসবাসকারী

বাঙালিরা এ দিবস আড়ম্বরের সাথে পালন করেন। বর্তমানে সুদূর প্রবাসে বসবাসকারী বাঙালিরা এটি ধুমধামের সাথে পালন করেন বলে জানা যায়।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

'নব আনন্দে জাগো আজি নব রবি বিকিরণে
শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে'।. . . .

ইতিহাস থেকে জানা যায়, মোগল সম্রাট আকবর বাংলা সনের প্রবর্তক। তিনি ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে, হিজরি ৯৬৩ সনে যে 'তরিক-ই-এলাহি' নামের নতুন সালের প্রবর্তন করেছিলেন, সেই সময় থেকে বাংলা সনের গণনা শুরু হয়েছিলো। তবে বৈদিক যুগে 'অঘ্রাণ' কে বছরের প্রথম মাস হিসেবে ধরা হতো। আর এ অঞ্চলের চাষাবাদের সঙ্গে মিলিয়ে খাজনা আদায়ের সুবিধার্থে বৈশাখকে বছরের প্রথম মাস ধরে বাংলা সনের গণনা শুরু হয়। কবিগুরু বৈশাখকে আহ্বান করে লিখেছেন,

'এসো হে বৈশাখ, এসো এসো,
মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা/
অগ্নি স্নানে শুচি হোক ধরা/যাক
পুরাতন স্মৃতি, যাক ভুলে যাওয়া গীতি/
যাক অশ্রু বাষ্প সুদূরে মিলাক...।

পহেলা বৈশাখের উৎসব আমাদের গ্রামীণ সাধারণ মানুষ পালন করে আসছে বহু আগে থেকে। এটি এক সময় বাংলার কৃষি নির্ভর জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিল। এখন এটি বাঙালির সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। রাজধানীসহ শহরগুলোতে এর আড়ম্বর বেশি। পহেলা বৈশাখের আয়োজন যখন গ্রামাঞ্চলে শুরু হয় তখন জীবন এতো জটিল ছিল না। তারা এটি পালন করতো 'হালখাতা' হিসেবে। অধিকাংশ লোক গ্রামে সহজ সরল জীবনযাপন করতেন। এখনকার মতো পান্তা-ইলিশ খাওয়া এতো আলো ঝলমল ব্যানার, ফেস্টুন, রঙিন পোস্টার, মুখোশ, রংয়ের কারুকাজ তখন ছিলনা। বর্ষ পরিক্রমায় চৈত্র শেষে বৈশাখ এলে গ্রামের মানুষ নিজের মতো করে এটি পালন করতেন। গৃহিণীরা ঘরদোর ধুয়ে পরিষ্কার করতেন। বাড়ির আঙ্গিনা সাফ-সুতরো করা হতো। সবাই ভালো পোশাক পরতেন। বাচ্চারা পাড়া প্রতিবেশির বাড়িতে বেড়াতে যেতো। মুড়ি, মুড়কি, মণ্ডা বিলানো হতো। ব্যবসায়ীরা হালখাতা খুলে বসতেন। তাদের কাছে এ দিনটি ছিলো অনেক গুরুত্বের। পুরাতন হিসাব শেষ করে নতুন হিসাব লেখা ছিলো ঐদিনের বড় কাজ। ধনী ব্যবসায়ীরা রঙিন কাগজের ঝালর সাঁটিয়ে তাদের দোকান সাজাতেন।

আরেকটি আমেজ ছিলো মিষ্টি বিতরণের। তাছাড়া গ্রাম বাংলায় এ দিনটিতে ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, কানামাছি, গোল্লাছুট, হা-ডু-ডু খেলাসহ নানা দেশীয় খেলার আয়োজন হতো। মেলা বসত বড় বটগাছের নিচে কিংবা গ্রামের কোন খোলা জায়গায়। পায়ে হেঁটে লোকজন এ মেলায় আসতো। এ মেলায় পাওয়া যেতো মৃৎশিল্প, হস্তশিল্প, কুটির শিল্পের সামগ্রী, কারুপণ্য, বাচ্চাদের নানান ধরনের খেলনা। মুড়ি, চিড়া, খৈ, মণ্ডা, মিঠাই, গজা, বাতাসা, মোয়া, মুড়কি, প্রভৃতি খাবার এ মেলায় পাওয়া যেতো। এ খাবারগুলো বাচ্চাদের কাছে খুব লোভনীয় ছিল। এ মেলায় লোকশিল্পীরা নানাধরনের লোক সংগীত পরিবেশন করতেন। তারা যাত্রা, পালাগান, কবিগান, জারিগান, গাজীর গান, মারফতি, মুর্শিদী, ভাটিয়ালি প্রভৃতি আঞ্চলিক গান পরিবেশন করতেন। তবে অঞ্চলভেদে এসব গান পরিবেশন করা হতো। অর্থাৎ, যে অঞ্চলে যেটি জনপ্রিয়। পুতুলনাচ, এমনকি লোকনৃত্যও নববর্ষ উপলক্ষে এ লোকজ মেলায় পরিবেশিত হতো। আবালবৃদ্ধবণিতা এ উৎসবে শরিক হতো। বিশেষ করে শিশুদের মনে এ উৎসব অপার আনন্দের সৃষ্টি করতো। সারা বছর তারা এ আনন্দে বিভোর থাকতো।

তাই পহেলা বৈশাখ শুধু একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসবই নয়, আমাদের জীবনসুধাও বটে।

■ *লেখক ঃ ডিজিএম, সিলেট অফিস*

বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ

কামাল হোসেন

বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ফ্রান্সের প্যারিসে ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ অনুষ্ঠিত ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ) এর প্ল্যানারি সভায় সর্বসম্মতভাবে বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মান অর্জনের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এর ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা বা সংহতির প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকা হতে বেরিয়ে এলো। প্যারিসে অনুষ্ঠিত এই সভায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. এম. আসলাম আলমের নেতৃত্বে বিএফআইইউ প্রধান ও ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান, বিএফআইইউ'র মহাব্যবস্থাপক দেবপ্রসাদ দেবনাথ, যুগ্ম পরিচালক কামাল হোসেন অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ এই স্বীকৃতি অর্জনের ফলে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সম্পর্কিত জাতিসংঘের বিভিন্ন কনভেনশন-প্রটোকল, নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজ্যুলুশনের বিধান এবং মানদণ্ড পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নকারী দেশের মর্যাদা পেল। প্রায় সাড়ে তিন বছরের নিরলস প্রচেষ্টা এবং বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে ব্যাপক পরিবর্তন ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) অবকাঠামোগত সক্ষমতা, কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে পরিচালনাগত স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করায় দীর্ঘ দিনের কাঙ্ক্ষিত এই অর্জন সম্ভব হলো।

এর পূর্বে ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন অ্যান্ড রিভিউ গ্রুপের (আইসিআরজি) সভায় বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাস অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার ওপর একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশ চিহ্নিত ঘাটতিসমূহ দূরীকরণে প্রয়োজনীয় আইনি ভিত্তি গড়ে তুলেছে যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী হয়েছে। উক্ত আইনসমূহের বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছে যা ভবিষ্যতে টেকসই হবে। প্রতিবেদনে অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে ও বিএফআইইউ'র কার্যকরী ভূমিকায় একটি শক্তিশালী আন্তঃমন্ত্রণালয় বা আন্তঃসংস্থা সমন্বয় বিদ্যমান থাকার উল্লেখ করা হয়েছে। বিএফআইইউকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা ও এর স্বাতন্ত্র্য নিশ্চিত করা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করার কথাও উল্লেখ করা হয়।

প্রতিবেদন উপস্থাপনের পর যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে আন্তর্জাতিক মান অর্জনে সাধুবাদ জানিয়ে বর্তমান সরকারের নিরলস প্রচেষ্টার প্রশংসা করে। একটি উন্নয়ন-শীল দেশ হিসেবে এতো দ্রুততম সময়ে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আইনি কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে ব্যাপক উন্নয়ন দেশটির বর্তমান সরকারের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার মর্মে উল্লেখ করে বাংলাদেশকে ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকা হতে বের করে আনার প্রস্তাব করে। যুক্তরাষ্ট্রের উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে ডান বা বাম ব্লক নির্বিশেষে অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া, জাপান, চীন, ফ্রান্স, নিউজিল্যান্ড, ভারত, সিঙ্গাপুর ও এপিজি সমর্থন করে এবং বাংলাদেশের গৃহীত কার্যক্রমের প্রশংসা করে। প্ল্যানারি সভায় উপস্থিত এফএটিএফ'র সকল সদস্যের সম্মতিতে উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এফএটিএফ হলো ৩৪টি উন্নত দেশ ও ২টি আঞ্চলিক সংস্থা নিয়ে গঠিত আন্তঃরাষ্ট্রিক সংস্থা যা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করে। এফএটিএফ'র মানদণ্ড জাতিসংঘের বিভিন্ন কনভেনশন-প্রটোকল এবং নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট রেজ্যুলুশনের ওপর ভিত্তি করে রচিত যা পৃথিবীর প্রায় ১৮০টি দেশ বা রাষ্ট্রের জন্য পরিপালনীয়।

বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিষয়ে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ৪১টি দেশের সংগঠন এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানি লন্ডারিং (এপিজি) ২০০৮ সালে

ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত এফএটিএফ প্ল্যানারি সভায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ড. এম আসলাম আলমের নেতৃত্বে বিএফআইইউ প্রধান ও ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান, মহাব্যবস্থাপক দেবপ্রসাদ দেবনাথ ও যুগ্ম পরিচালক কামাল হোসেন অংশগ্রহণ করেন

ডেনমার্ক এফআইইউ'র সাথে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন বিএফআইইউ প্রধান ও ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ড. এম আসলাম আলম, বিএফআইইউ'র মহাব্যবস্থাপক দেবপ্রসাদ দেবনাথ ও যুগ্ম পরিচালক কামাল হোসেন

মিউচুয়্যাল ইভালুয়েশন সম্পাদন করে। উক্ত মিউচুয়্যাল ইভালুয়েশনে বাংলাদেশের রেটিং ভালো না হওয়ায় ২০১০ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত প্ল্যানারি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশকে আইসিআরজি'র পর্যবেক্ষণের আওতায় নেয়া হয়। আইসিআরজি হলো এফএটিএফের আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতার প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ দেশ চিহ্নিত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার একটি পদ্ধতি যা সাধারণভাবে কোন দেশকে 'কালো তালিকা' ভুক্ত করার পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত।

আইসিআরজি প্রক্রিয়া মোকাবেলায় ২০১০ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও সেসময়ে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার চিহ্নিত ঘাটতিসমূহ দূর করার জন্য একটি সময় নির্দেশক জাতীয় কর্মপরিকল্পনা দাখিল করেন। ফলে বাংলাদেশকে 'কালো' তালিকাভুক্ত না করে অধিকতর পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। বাংলাদেশের সাথে এই পর্যবেক্ষণ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের কয়েকটি দেশ যেমন, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার কালো তালিকাভুক্ত হয় কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিশেষ করে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, আইন ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও বিএফআইইউ'র সময় উপযোগী কার্যক্রম ও পুরো প্রক্রিয়ায় বিএফআইইউ'র সুসমন্বয়ের ফলে বাংলাদেশ কালো তালিকাভুক্তি হতে রক্ষা পায়।

বর্তমানে উত্তর কোরিয়া, ইরান, পাকিস্তান, মিয়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, আলজেরিয়া, ইকুয়েডর, ইথিওপিয়া, সিরিয়া, তুরস্ক ও ইয়েমেন কালো তালিকাভুক্ত রয়েছে। উল্লেখ্য, কালো তালিকাভুক্ত দেশের ব্যাংকের সাথে প্রথম শ্রেণির কোন ব্যাংক বা উন্নত দেশসমূহের ব্যাংক কোন সম্পর্ক রাখতে চায় না বা সম্পর্ক রাখলেও অত্যধিক সুদ বা চার্জ আদায় করে। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যয় বেড়ে যায় এবং দেশ থেকে অতিরিক্ত চার্জ বা সুদ বাবদ শত শত কোটি ডলার চলে যায়। রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রপ্তানি বন্ধ হয়ে যায়। কোন আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা বা উন্নয়ন সহযোগী দেশ ঋণ বা সহায়তা প্রদান করে না। ফলে উন্নয়নশীল দেশের বৈদেশিক লেনদেনে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়।

অর্থমন্ত্রী কর্তৃক এফএটিএফ বরাবরে দাখিলকৃত সময় নির্দেশক কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক বাংলাদেশ সরকার গত সাড়ে তিন বছরে ১০টি ফেইস টু ফেইস সভা, ১১টি প্ল্যানারি সভায় যোগ দেয় এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ২৩টি বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হয়। জাতীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির ১২টি এবং ওয়ার্কিং কমিটির ৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আইসিআরজি প্রক্রিয়া মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে বিএফআইইউ'র ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। জাতীয় সমন্বয় কমিটিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিএফআইইউ'র গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর ভূমিকা পালনের জন্য ধন্যবাদ প্রস্তাব উত্থাপন করে। পররাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয় তা সমর্থন করে এবং উপস্থিত সকলে তাতে একমত পোষণ করেন। উল্লেখ্য উক্ত সভায় গভর্নর ড. আতিউর রহমান এবং ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান উপস্থিত ছিলেন।

বিএফআইইউ এগমন্ট গ্রুপ এফআইইউ'র সদস্যপদ লাভ করায় ১৩৯টি দেশের এফআইইউ'র সাথে নিরাপদ যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদান করতে পারছে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে বিএফআইইউ'র ভূমিকা

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২ এ অর্পিত দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ২০০২ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ বাংলাদেশে মানিলন্ডারিং এবং ২০০৮ সাল হতে সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পরবর্তীতে ২০১২ সালে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৪ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিভাগ বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ ব্যাংকে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) প্রতিষ্ঠা করা হয় যা মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করছে।

বিএফআইইউ'র কার্যপরিধি

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিএফআইইউ'র কার্যক্রম জাতীয় সমন্বয় কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি, সেন্ট্রাল টাস্ক ফোর্স, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলুশন বাস্তবায়নে জাতীয় কমিটি,

বিএফআইইউ গত সাড়ে তিন বছরে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থার সাথে সমন্বিত প্রয়াস গ্রহণ করে জাতীয় কর্মপরিকল্পনাভুক্ত যেসকল কাজ সম্পাদনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে তার বিবরণ

- Identifying Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Vulnerabilities in Bangladesh
- National Strategy for Preventing Money Laundering and Combating Financing of Terrorism 2011-2013
- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২
- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৩
- সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২
- সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩
- সন্ত্রাস বিরোধী বিধিমালা, ২০১৩
- অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২
- অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা বিধিমালা, ২০১৩
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজ্যুলুশন বাস্তবায়নে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন
- Guidance Notes on Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing for Financial Institutions
- Guidance Notes on AML&CFT for Insurance Companies
- Guidance Notes on AML&CFT for Money Changers
- Guidelines for Postal Remittance Business for Combating Money Laundering and Terrorist Financing Risks
- Guidelines on Anti Money Laundering and Combating Financing of Terrorism for Capital Market Intermediaries
- Guidelines on Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing for NGO/NPO Sector
- Guidelines on Prevention of Money laundering & Combating Financing of Terrorism for Designated Non-Financial Businesses and Professions

বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যেমন দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ পুলিশের ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (সিআইডি), সরকারি বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থা, বিশ্বের ১৩৯টি দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এফআইইউ), এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ৪১ (একচল্লিশ)টি দেশ, বিশ্ব ব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলসহ বিভিন্ন দাতা সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট।

বিদ্যমান আইন অনুযায়ী রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে বিএফআইইউ'র আওতায় রয়েছে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমাকারী, মানি চেঞ্জার, অর্থ অথবা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা স্থানান্তরকারী যে কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিক্রমে ব্যবসা পরিচালনাকারী অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার, সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান, সম্পদ ব্যবস্থাপক, অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation), বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non-Government Organisation), সমবায় সমিতি, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার, মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট ও কোম্পানি সেবা প্রদানকারী, আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং অ্যাকাউন্টেন্ট।

বিএফআইইউ মূলত বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে প্রাপ্ত সন্দেহজনক লেনদেন, সাধারণভাবে প্রাপ্ত বিভিন্ন অভিযোগ, সংবাদ মাধ্যম হতে প্রাপ্ত মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসে অর্থায়ন সম্পর্কিত সংবাদ, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা গোয়েন্দা সংস্থা হতে প্রাপ্ত তথ্য, বিদেশি এফআইইউ হতে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা গোয়েন্দা সংস্থা বা বিদেশি এফআইইউকে সরবরাহ করে থাকে। এর বাইরে বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত জাতীয় উদ্যোগে সমন্বয় সাধন করে থাকে। জনসচেতনতা বা সংশ্লিষ্ট পক্ষের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার আয়োজন করে থাকে। উক্ত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ও বিধিমালায় বিএফআইইউ'র স্বাতন্ত্র্য ও পরিচালনাগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত জাতীয় উদ্যোগে সমন্বয় সাধনে বিএফআইইউ

বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ এবং সামগ্রিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা নজরদারিকরণের জন্য অর্থমন্ত্রীর নেতৃত্বে চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, মুখ্য সচিব, অ্যাটর্নী জেনারেল, গভর্নর, পররাষ্ট্র সচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব, অর্থ সচিবসহ ১৪ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় সমন্বয় কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে বিএফআইইউ প্রধান ও ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসান দায়িত্ব পালন করছেন। বিএফআইইউ উক্ত কমিটি এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে গঠিত ওয়ার্কিং কমিটির সকল সাচিবিক দায়িত্ব পালন করছে। বিএফআইইউ'র যুগ্ম পরিচালক কামাল হোসেন উক্ত কমিটিতে 'প্রাইমারী কন্টাক্ট পয়েন্ট' হিসেবে কাজ করছেন। এদিকে বিএফআইইউ প্রধান ও ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহাম্মদ রাজী হাসানের নেতৃত্বে গঠিত মানিলন্ডারিং ও অবৈধ হুন্ডি প্রতিরোধে গঠিত সেন্ট্রাল টাস্ক ফোর্স ৭টি আঞ্চলিক টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে মানিলন্ডারিং ও অবৈধ হুন্ডি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজ্যুলুশন বাস্তবায়নে পররাষ্ট্র সচিবের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় কমিটিতে 'ফোকাল পয়েন্ট' হিসেবে বিএফআইইউ'র অপারেশনাল হেড ও মহাব্যবস্থাপক দেবপ্রসাদ দেবনাথ কার্যকর অবদান রাখছেন।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিএফআইইউ

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে ১৯৯৭ সালে এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং (এপিজি) বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বিগত সময়ে বাংলাদেশ ৪বার এপিজি'র মূল নীতি নির্ধারণী কমিটি-স্টিয়ারিং গ্রুপের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশ এপিজি'র অন্যান্য ওয়ার্কিং কমিটি, টাইপোলজি টীমে সদস্য হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করে এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম জোরদারকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

বিএফআইইউ'র কর্মকর্তাগণ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে মানদণ্ড নির্ধারণকারী সংস্থা এফএটিএফের নীতি নির্ধারণ, মানদণ্ড সংশোধন বা পরিমার্জন, আন্তর্জাতিক ঝুঁকি পর্যালোচনা সম্পর্কিত বিভিন্ন ওয়ার্কিং গ্রুপে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের প্রতিনিধিত্ব করছে।

বিএফআইইউ এগমন্ট গ্রুপ এফআইইউ'র সদস্যপদ লাভ করায় ১৩৯টি দেশের সাথে নিরাপদ যোগাযোগ মাধ্যমে বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক তথ্য আদান-প্রদান করতে পারছে। এছাড়াও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ অনুযায়ী বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে তথ্যের আদান প্রদানে এ যাবত ১৭টি দেশের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে।

■ *লেখক: জেডি, বিএফআইইউ, প্রধান কার্যালয়*

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী আইটি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট, ইনফরমেশন সিস্টেম্স ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ও ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো তত্ত্বাবধান করছেন। এ সাক্ষাৎকারে তিনি সিআইবি'র বর্তমান কাজের ধারা, বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের দাপ্তরিক কাজে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন।

সিআইবি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলবেন কি ? এখন গ্রাহকরা কি ধরনের সেবা পাচ্ছে ?

গ্রাহকদের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ তথ্যের অপ্রতুলতা ও সময়মতো না পাওয়ার ফলে আশির দশকের দিকে খেলাপি ঋণের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। ঋণ প্রদানে শৃংখলা, সঠিক এবং দ্রুত ঋণ তথ্য সরবরাহকরণের লক্ষ্যে একটি কেন্দ্রীয় ঋণ তথ্য ভাণ্ডারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের আওতায় Financial Sector Reform Project (FSRP) এর রিপোর্ট ১৯৮৭ ও টাস্কফোর্স রিপোর্ট ১৯৯০ এ সুপারিশ করা হয়। এরই আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ ১৮ আগস্ট, ১৯৯২ ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো (সিআইবি) প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয়। সিআইবি প্রতিষ্ঠার পর ব্যাংকসমূহ থেকে প্রথমে হার্ডকপি'র (Hardcopy) মাধ্যমে ঋণতথ্য সংগ্রহ করে ব্যুরোর নিজস্ব সার্ভারে ডেটা ইনপুট ও প্রক্রিয়াকরণের পর তাদের চাহিদা মোতাবেক সিআইবি

নির্বাহী পরিচালক গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী

রিপোর্ট প্রদান করা হতো। পরবর্তীতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ডিস্ক বা সিডি'র মাধ্যমে ঋণ তথ্য সংগ্রহ করা হতো। সিআইবি অনলাইন কার্যক্রম শুরুর পূর্বে সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় পাঁচ হাজার ইনকোয়ারি সিআইবিতে প্রেরণ করা হতো। সিআইবিতে কর্মরত জনবল দিয়ে প্রতিদিন গড়ে প্রায় চার হাজার ইনকোয়ারির বিপরীতে সিআইবি রিপোর্ট প্রদান করা সম্ভব হতো। এতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক হাজার ইনকোয়ারি স্থিতি থাকত। ফলে প্রতিটি সিআইবি রিপোর্ট প্রদান করতে ৫ দিন থেকে ১ মাস পর্যন্ত সময় লাগত। এতে দেশের সকল ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ প্রদান প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হতো যাতে দেশের বিনিয়োগ, ব্যবসা, উৎপাদন ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হতো।

সিআইবি'র সেবা ও ঋণ তথ্যের গুণগত মান আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে DFID এর অর্থায়নে ২০১১ সালের ১৯ জুলাই হতে আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ সিআইবি'র অনলাইন সেবা চালু করা হয়। বর্তমান সিস্টেমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে পূর্বের ন্যায় আর সিআইবিতে আসার প্রয়োজন পরে না। তাঁরা তাদের গ্রাহকদের মাসভিত্তিক হালনাগাদ ঋণতথ্য অনলাইনে Batch আকারে সিআইবিতে পাঠাতে পারছে। সিআইবি অনলাইন সিস্টেমে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ নিজ অফিসে বসে সিস্টেম থেকে সার্চিং করে স্বল্পতম সময়ে এবং স্বল্প খরচে ২৪ ঘন্টা নিরবচ্ছিন্নভাবে সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারছে। বর্তমান সিআইবি অনলাইন রিপোর্ট পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি তথ্য সমৃদ্ধ। এ সিস্টেমে বিগত এক বছরের Credit History বর্তমান থাকে। ফলে ঋণগ্রহীতা নির্বাচনের

> *"নেটওয়ার্কিং প্যাকেজের বাস্তবায়ন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মীগণকে নিজেদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ ও আন্তর্জাতিক তথ্য পরিমণ্ডলে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্ঞানভিত্তিক মেধার বিকাশ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।*
>
> *– গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী*
> *নির্বাহী পরিচালক*
> *বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়*

ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো গ্রাহক সম্পর্কে ভালো ধারণা পায় এবং এতে ঋণ ঝুঁকি বহুলাংশে হ্রাস পাচ্ছে। এই সেবা চালুর পর ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সময় ও পরিচালন ব্যয় অনেক কমেছে। এছাড়া অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠান যেমন- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি), নির্বাচন কমিশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে তাদের চাহিদামতো সিআইবি রিপোর্ট দ্রুততম সময়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

আপনি কি মনে করেন গ্রাহক সেবাদানে বর্তমান সিস্টেম যথেষ্ট ? এ বিষয়ে আর কোন পরিকল্পনা রয়েছে কি ?

বর্তমান সিআইবি অনলাইন সিস্টেমটি যথেষ্ট আধুনিক। এক্ষেত্রে সকল উন্নতমানের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যুরো ঋণ তথ্য ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী এ সিস্টেমটিকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। যেহেতু সিস্টেমটি ইটালিয়ান Vendor 'CRIF' কর্তৃক বাস্তবায়িত, তাই সিস্টেমটির কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। এতে যেকোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জনের বিষয়টি Vendor এর ওপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে যেকোন ব্যবস্থাই সময় ও আর্থিক ব্যয় সাপেক্ষ। তাছাড়া, বর্তমানে সিস্টেমটির মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে দ্রুত সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করতে পারলেও বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক MIS রিপোর্ট পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সিআইবি'র নিজস্ব লোকবল দ্বারা MIS সফটওয়্যার উন্নয়ন করে সে সকল রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে।

অফিসে কর্মরত নির্বাহী পরিচালক গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী

Vendor কর্তৃক বাস্তবায়িত বর্তমান সিস্টেমটির কিছু সীমাবদ্ধতা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বিষয়ে বিবেচনা করে ভবিষ্যতে সিআইবি সিস্টেম যাতে আরও আধুনিক, সহজে ব্যবহার উপযোগী, সম্প্রসারণযোগ্য, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় ঋণ তথ্য প্রদানে সক্ষম হয়, সে ব্যাপারে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সিআইবি কার্যক্রম পরিচালনায় লোকবল এবং লজিস্টিক সাপোর্ট কি যথেষ্ট ?

বর্তমানে অনলাইন সিস্টেমের মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নিজস্ব কার্যালয় থেকে সিআইবি রিপোর্ট প্রস্তুত করছে। এ রিপোর্ট সঠিকভাবে প্রস্তুত এবং যথাযথভাবে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Batch Data Upload হচ্ছে কি-না তা যাচাই করা একান্ত আবশ্যক। বর্তমানে সিআইবিতে লোকবলের স্বল্পতার কারণে নিয়মিত কাজগুলোর পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ এই কাজগুলো সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। তাছাড়া, লোকবল ও লজিস্টিক সাপোর্টের অপ্রতুলতায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে সিআইবি'র ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান, যথাসময়ে প্রয়োজনীয় MIS রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্ভব হচ্ছে না। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ডেটার (Data) ভলিউমও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ সব বিবেচনায় সিআইবিতে আরও লোকবল ও লজিস্টিক সাপোর্ট প্রয়োজন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের দাপ্তরিক কাজে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ বিষয়ে কিছু বলবেন ?

বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক কার্যক্রম অটোমেশনের প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত প্রায় ৮০টি সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তথ্যের সহজলভ্যতা ও বহুমুখী ব্যবহারের ফলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কর্মপরিকল্পনা তৈরি এবং তা বাস্তবায়ন অনেক সহজ ও ফলপ্রসূ হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের উন্নয়নকৃত ও বাস্তবায়িত ই-টেন্ডারিং, ই-রিক্রুটমেন্ট, ইন্ট্রানেট পোর্টাল, ওয়েবসাইট ইতোমধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে ডিজিটালাইজেশনের অগ্রগতিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে CBSP এর আওতায় নেটওয়ার্কিং, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং (ERP), কোর ব্যাংকিং সিস্টেম (CBS), এন্টারপ্রাইজ ডাটা ওয়্যারহাউজ (EDW), ন্যাশনাল পেমেন্ট স্যুইচ (NPS), DFID এর অর্থায়নে বাংলাদেশ অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ এবং নিজস্ব উদ্যোগে ফরেন এক্সচেঞ্জ ট্রানজেকশন মনিটরিং সিস্টেমস্, ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নেটওয়ার্কিং প্যাকেজের বাস্তবায়ন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মীগণকে নিজেদের মধ্যে আন্তঃসংযোগ ও আন্তর্জাতিক তথ্য পরিমণ্ডলে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্ঞানভিত্তিক মেধার বিকাশ ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে বাংলাদেশ ব্যাংকের ইন্ট্রানেট পোর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগ ও অফিস থেকে জারিকৃত কর্মচারী নির্দেশ, অফিস নির্দেশ, বিভিন্ন সার্কুলার, কো-অপারেটিভ অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স, পার্সোনাল ইনফরমেশন, পে-স্লিপ, প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যালেন্স, লিভ ম্যানেজমেন্ট, ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, মেডিকেলের ঔষধ সংক্রান্ত তথ্য, ই-ফোন ডিরেক্টরী ইত্যাদি তথ্য স্ব স্ব ডেস্কে বসে খুব সহজেই দেখা যাচ্ছে। এছাড়াও বিল্ডিং মেইনটিন্যান্স (জব স্লিপ) সিস্টেমস্, ডিজিটাল এক্সেস পাস, অন লাইন মিটিং রুম বুকিং, ইনভেন্টরী ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমস্ ইত্যাদি সফটওয়্যারসমূহও বাংলাদেশ ব্যাংকের দাপ্তরিক কাজে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেছে।

ব্যাংকের কর্মকর্তাদের প্রযুক্তি বান্ধব (আইটি/ইউজার ফ্রেন্ডলি) কাজের পরিবেশ তৈরিতে আরও কী কী ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন ?

প্রযুক্তি বান্ধব (আইটি/ইউজার ফ্রেন্ডলি) কাজের পরিবেশ তৈরিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের নতুন প্রযুক্তিকে সাদরে গ্রহণ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। প্রযুক্তি কাজকে সহজ ও গতিশীল করে – এ ধারণা পোষণ করে অটোমেশনের কাজে সহায়তা এবং ইতোমধ্যে তৈরিকৃত সফটওয়্যারগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলকে আগ্রহী হতে হবে। এখনও যে সকল বিভাগের কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় আসেনি সে সব বিভাগের ওপর সার্ভে করে প্রয়োজনীয় অটোমেশনের ব্যবস্থা নিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণকে ধারাবাহিকভাবে নতুন তৈরিকৃত সফটওয়্যার ও আইসিটি ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। ই-নোটিং, সাধারণ ও অন্যান্য ছুটি, সুপারভিশনের কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে দ্রুত অটোমেশনের আওতায় আনা হলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশ্বে আন্তর্জাতিক মানের পরিপূর্ণ ডিজিটাল, আধুনিক, পেপারলেস ও গ্রিন ব্যাংকে পরিণত হবে বলে আশা রাখি।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা

বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বাংলাদেশ ব্যাংক শাখা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০১৪ প্রধান কার্যালয়ে শিশু কিশোর চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। ডেপুটি গভর্নর নাজনীন সুলতানা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগকৃত স্টাফদের জন্য নির্দেশাবলী

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত অরনেট সিকিউরিটি সার্ভিসেস লিঃ এর সাপোর্ট স্টাফদের সাথে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ এর মহাব্যবস্থাপক আবু ফরাহ মোঃ নাছের ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়কালে তিনি সকলকে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করার আহ্বান জানান। এছাড়াও সাপোর্ট স্টাফদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে : প্রত্যেক সদস্যকে কোম্পানির সরবরাহ করা পোশাক পরে দায়িত্ব পালন করতে হবে, লিফট ব্যবহারে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে, সাপোর্ট স্টাফদের সময়মত কর্মস্থলে আসতে হবে, ব্যাংক কর্মকর্তাদের অফিসে আসার আগে উপস্থিত হতে হবে, দায়িত্বরত অবস্থায় দাপ্তরিক কাজে ভবনের নিচে এসে কয়েকজন একত্রে আড্ডা দেয়া যাবে না এবং এ

অরনেটদের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করছেন মহাব্যবস্থাপক আবু ফরাহ মোঃ নাছের

অবস্থায় কাউকে পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া, এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে নথি নেওয়ার সময় নথির গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে এবং কেউ নথির বিষয়বস্তু পড়লে, তা নিয়োগকালীন অঙ্গীকারের চরম খেলাপ বলে ধরে নেওয়া হবে। এমএলএসএসদের বিরুদ্ধে কোনরকম চুরির অভিযোগ যাতে না আসে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং কাজ রেখে মোবাইল ফোনে ব্যস্ত থাকা থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রয়োজনে তাদের বদলির ব্যবস্থা করা হবে।

Central Banking.com ওয়েব সাইট সংযোজন

বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার Central Banking.com ওয়েবসাইট সাবস্ক্রাইব করছে। বিশ্বের প্রায় সকল সেন্ট্রাল ব্যাংকের ব্যাংকিং সংক্রান্ত তথ্য যেমন মুদ্রানীতি, ফিন্যান্সিয়াল স্টাবিলিটি, অর্থনীতি, ব্যাংকিং নীতি ও পলিসি, রিজার্ভ, ডেট ম্যানেজমেন্ট, ক্যাপিটাল মার্কেট প্রভৃতি সম্পর্কিত তথ্যসমূহ Website-টিতে প্রতিনিয়ত আপডেট করা হয়। Website এর তথ্যসমূহ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং পেশাজীবীরা নিজেদের সর্বদা আপ-টু-ডেট রাখতে সক্ষম হবেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা যাতে এসব তথ্য সহজে পেতে পারেন সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগার 'ই-নিউজক্লিপিং' সাইটে প্রতিদিন Central Banking.com এর গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ আপলোড করছে। তথ্যগুলো পেতে ইন্ট্রানেটে বাংলাদেশ ব্যাংক গ্রন্থাগারের 'ই-নিউজক্লিপিং' সাইটটি ভিজিট অথবা সরাসরি গ্রন্থাগারে যোগাযোগ করতে হবে। ই-নিউজক্লিপিং সাইটের e-NEWS Clipping Home এর নিচে English News | বাংলা নিউজ (Bangla News) এর ডান পাশে Central Banking.com লিংকটি দেয়া আছে।

স্বীকৃতি ও শাস্তি

বাংলাদেশ ব্যাংক সরকার কর্তৃক প্রণীত 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। এরই প্রেক্ষিতে ২০১৪'র জানুয়ারি মাসে অনিয়ম ও অসদাচরণের অভিযোগে তিনজনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এরমধ্যে শিক্ষাছুটি নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ না করে ছুটি ভোগ করার জন্য প্রধান কার্যালয়ের একজন কর্মকর্তার পরবর্তী পদোন্নতি প্রাপ্যতার তারিখ হতে তিন বছরের জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে, মতিঝিল অফিসের একজন কর্মচারীকে অননুমোদিত অনুপস্থিতির জন্য পরবর্তী বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে এবং চট্টগ্রাম অফিসের একজন কর্মকর্তার ডিগ্রি (পাস) পরীক্ষার সাময়িক সনদ সঠিক না হওয়ার অভিযোগে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে।

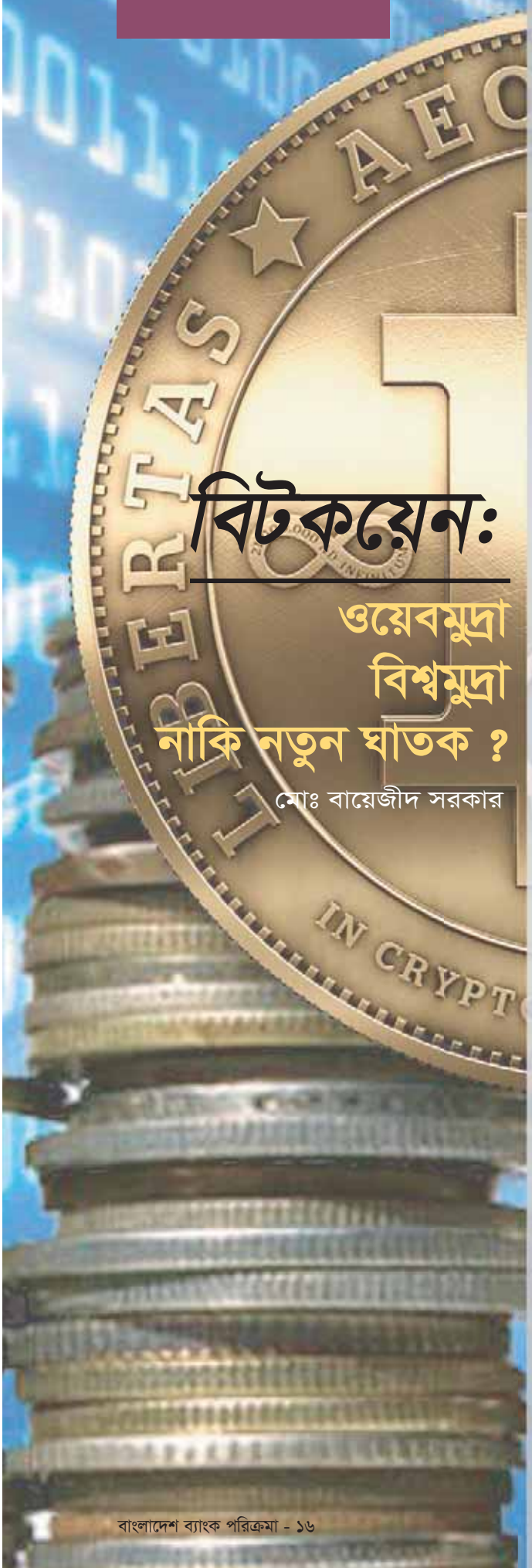

বিটকয়েন: ওয়েবমুদ্রা বিশ্বমুদ্রা নাকি নতুন ঘাতক ?

মোঃ বায়েজীদ সরকার

সম্প্রতি ভারতীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া জনগণকে বিটকয়েন [bitcoin] ব্যবহারের বিষয়ে সতর্ক করেছে। এর পরপরই ২৭ ডিসেম্বর ২০১৩ সবগুলো বিটকয়েন ব্যবসা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান তাদের ব্যবসা বন্ধের ঘোষণা দিয়েছে [Economic Times, 2013]। শুধু ভারতে নয় বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয় ইউনিয়ন এবং চীনে বিটকয়েনের লেনদেনের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করা হয়েছে। কী এই বিটকয়েন?

ধারণাটি খুব বেশিদিন আগের নয়। ২০০৯ সালে Satoshi Nakamoto নামক একজন জাপানি নাগরিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বিটকয়েন কেনাবেচার প্রচলন করেন। তিনি এ কাজের জন্য bitcoin-Qt. নামক একটি সফটওয়্যার উদ্ভাবন করেন। বিটকয়েন মূলত এ ধারণায় আস্থাশীল বিভিন্ন শ্রেণি বা গ্রুপের মধ্যে একটি পেমেন্ট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ডিজিটাল বা ওয়েব মুদ্রার বিনিময়ে সম্পাদিত লেনদেনকে বোঝায়। এ ধরনের ডিজিটাল মুদ্রায় in cryptography we trust শীর্ষক উক্তি ব্যক্ত থাকে। অর্থাৎ এটি একটি সাংকেতিক মুদ্রা। এরূপ সাংকেতিক মুদ্রার দ্বারা সম্পাদিত লেনদেন একটি ওয়েব নির্ভর ডিজিটাল বিনিময় বহিতে [transaction log] লিপিবদ্ধ হতে থাকে আর এই বিনিময়ের সাথে সংযুক্ত জনসাধারণ একটি ছদ্মনামিক [pseudonymous] প্রতিরোধী সংযুক্তি [blockchain] দ্বারা কার্যকরভাবে সংযুক্ত থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো নতুন উদ্ভাবিত এই মুদ্রাটি কতটা আইনসিদ্ধ এবং এর ভবিষ্যৎ কার্যকারিতাই বা কতটুকু ? এর উত্তর পাবার জন্য মুদ্রার কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য খেয়াল করা প্রয়োজন। এগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্য ধারক এবং একটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত, যারা মূল্য পরিশোধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকে। সম্প্রতি এসব বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি মুদ্রা বা কারেন্সিকে একটি দেশের মোট দেশজ উৎপাদনের [nominal GDP] হিসাবায়ন একক হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায় [Sarker, 2012]। বিটকয়েন কার্যকরভাবে এই উদ্দেশ্য পূরণেও সক্ষম নয়। এসব বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বিটকয়েনকে কোন একটি নির্দিষ্ট দেশের মুদ্রা যেমন বলা যায় না আবার এটি কোন International Financial Centre [IFC] ভিত্তিক International Vehicle Currency [IVC] হিসেবে গড়ে ওঠেনি বিধায় বিটকয়েনকে আন্তর্জাতিক মুদ্রাও বলা যায় না। এমনকি Prof. Wing Thye Woo এর মতে চীনের রেনমিনবি কার্যকর IVC হিসেবে গড়ে উঠতে আরও সময় লাগবে [Woo, 2013]। সুতরাং, বিটকয়েনের মতো কর্তৃপক্ষহীন মুদ্রা ব্যবহারে মানি লন্ডারিংসহ পুরো অর্থ হারানোর ঝুঁকি থেকে যায়। বিটকয়েন কোন আইনগত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত যেমন নয়, তেমনি এর বিনিময় বাজারটিও কোন বিধি বা কনভেনশন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না বলে এতে ঝুঁকির মাত্রা অনেক বেশি হওয়া স্বাভাবিক।

সম্প্রতি মার্কিন এফবিআই ২৮.৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমমূল্যের বিটকয়েন জব্দ করেছে। European Banking Authority ভোক্তার অধিকার ক্ষুণ্ন হবার আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে। অপরদিকে, চীন রেনমিনবি'র সাথে বিটকয়েনের বিনিময় নিষিদ্ধ করেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক Federal Reserve System বিটকয়েনের যৌক্তিক ব্যবহারের উদ্দেশ্যে এর নিয়মাচার প্রণয়নের চিন্তা করছে। উচ্চমাত্রার ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশের ন্যায় উদীয়মান উন্নয়নশীল দেশসমূহে সম্ভাব্য অঘটনের পূর্বেই সতর্কতামূলক প্রতিরোধী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বিটকয়েনের ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে মোট ১৯২টি দেশে তাদের ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে তাদের অপারেশন পরিচালিত হচ্ছে বলে উল্লেখ রয়েছে। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, ২০১১ সালে শেয়ার বাজারে ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা তাদের পুঁজি হারানোর কারণে সেখানে আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়েছে। আবার মাল্টি লেভেল মার্কেটিং কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে অনেক সাধারণ মানুষ প্রতারণার শিকার হয়েছেন। এখন আবার বিটকয়েনের মতো অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রার ব্যবহার ও বিনিময় দ্বারা সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হলে প্রকারান্তরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতি সরকার ও সাধারণ মানুষের আস্থার সংকট দেখা দিতে পারে। এসব কারণে এখনই বিটকয়েনসহ এরূপ কর্তৃপক্ষহীন ও অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রা ও তাদের বিনিময় বাজারের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সতর্ক বার্তা জারি এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উপযুক্ত নিয়মাচার প্রণয়নের উদ্যোগ অতীব জরুরি।

■ *লেখক : জেডি, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ*

যাঁরা অবসরে গেলেন...

বিজন কুমার সাহা

(উপ মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৩/৭/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ১০/২/২০১৪
বিভাগ : এএন্ডবিডি

মোঃ আহমেদ হোসেন

(উপ মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১/৪/১৯৮১
অবসর উত্তর ছুটি : ১১/৩/২০১৪
বিভাগ : সিএসডি-২

মোঃ নজরুল ইসলাম

(যুগ্ম পরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ০৬/০৭/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ০৩/০২/২০১৪
বিভাগ : ডিবিআই-২

মোঃ আশরাফুল হক

(উপ মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৫/১/১৯৭৮
অবসর উত্তর ছুটি : ১১/২/২০১৪
বিভাগ : বিআরপিডি

নূর মোহাম্মদ

(যুগ্ম পরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১২/১০/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি : ১৫/২/২০১৪
বিভাগ : ডিবিআই-২

আবদুল মতলেব

(উপ ব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২২/৮/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ৩/১/২০১৪
বরিশাল অফিস

মোঃ ফারুক মিঞা

(উপ মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৪/১১/১৯৭৭
অবসর উত্তর ছুটি : ২০/২/২০১৪
বিভাগ : ডিবিআই-২

ইন্দ্রজিত কুমার সোম

(যুগ্ম পরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২/১২/১৯৮০
অবসর উত্তর ছুটি : ১৫/১/২০১৪
বিভাগ : ডিবিআই-২

রাশীদা খাতুন

(উপ পরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৭/৭/১৯৮৫
অবসর উত্তর ছুটি : ২২/২/২০১৪
বিভাগ : এফআরটিএমডি

তালুকদার ফখরউদ্দিন

(উপ মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৪/১১/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি : ৯/২/২০১৪
বিভাগ : ডিবিআই-২

এ. এফ. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

(যুগ্ম ব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৯/৮/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ৩১/১২/২০১৩
মতিঝিল অফিস

মোঃ নজরুল ইসলাম খান-২

(উপ পরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৮/১/১৯৮২
অবসর উত্তর ছুটি : ৩/১/২০১৪
বিভাগ ঃ এসিএফআইডি

মোঃ আমিরুল ইসলাম-১

(উপ মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৫/১১/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি : ২০/২/২০১৪
বিভাগ : এএন্ডবিডি

মোঃ শাহ আলম

(যুগ্ম ব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১৯/৮/১৯৮৩
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৪
মতিঝিল অফিস

জিন্নাত আরা বেগম

(উপ ব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ১২/৪/১৯৮৬
অবসর উত্তর ছুটি : ২/২/২০১৪
মতিঝিল অফিস

মোঃ জহিরুল হক-২

(উপ মহাব্যবস্থাপক)
ব্যাংকে যোগদান : ৭/১০/১৯৭৬
অবসর উত্তর ছুটি : ২৪/২/২০১৪
বিভাগ : এফইপিডি

মোঃ হানিফ হাওলাদার

(যুগ্ম পরিচালক)
ব্যাংকে যোগদান : ২৯/১/১৯৭৯
অবসর উত্তর ছুটি : ৩০/১/২০১৪
বরিশাল অফিস

পরিমল চন্দ্র ভৌমিক-১

(সিনিয়র কেয়ারটেকার)
ব্যাংকে যোগদান : ১/৩/১৯৮৪
অবসর উত্তর ছুটি : ১/১/২০১৪
মতিঝিল অফিস

পথের শেষে

অচিন্ত্য দাস (মূল ঃ রবার্ট ফ্রস্ট)

একটা পথের শেষে আরো কত পথ
হাতছানি দিয়ে ডাকে পথিক তোমায়
কোন পথে যাবে তুমি ভাব মনে তাই
ঘন শ্রাবণ মেঘে আঁধার ঘনায়
পথিক তুমি কি জান নাকি জান না
পথের চিহ্নগুলো চির অদেখা
তারপরও পার হও পার হতে হয়
সমাপ্তি ভেবে আঁকা বিরতিরেখা
ফিরতে চাও না তুমি তবু পিছু ডাকে
ফেলে আসা পথটা স্মৃতির অনুরাগে
হারিয়েছ কত পথ হারাবে আরো
কোন পথ কোথা' যায় বলতে কি পার
যে পথ হয়নি বাওয়া দ্বীপান্তরে
হয়তো ভিড়বে তরী সেই বন্দরে

অনুবাদক : এডি, ইতিহাস গবেষণা টীম

শুধু ফাগুন এসেছে ফিরে

আনোয়ারা কবির

কোন এক ফাগুনকে ঘিরে, সেই শংখ নদীর তীরে।
দেখা হয়েছিল, কথা হয়েছিল,
বলেছিলে আবার আসবে ফিরে।
সূর্য ডোবার পালা হয়েছিল শেষ,
গোধূলিতে ছিল এক স্বপ্নিল আবেশ।
পথ ছিল নির্জন,
পাশাপাশি দুজন হেঁটেছিলাম অনেকক্ষণ।
আজও বসে আছি সেই শংখ নদীর তীরে,
স্মৃতিগুলো আজও রেখেছে আমায় ঘিরে।
তুমি আসনি, কথা রাখনি, শুধু ফাগুন এসেছে ফিরে!

কবি পরিচিতি : সিনি. কেয়ারটেকার, মতিঝিল অফিস

চৈতালী

লিজা ফাহমিদা

এই যে এমন সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যাবেলা
অপূর্ব সব রঙের সাথে আকাশ মেঘের খেলা,
সময়টা ঠিক কখন ? যখন ফেব্রুয়ারি'র শেষে
হলুদ সবুজ খয়েরি পাতা হাওয়ার সাথে ভাসে..
ফাগুন বেলার এমন ক্ষণে কী সুর যেনো বাজে!
শুকনো পাতার বৃষ্টি ঝরে, চৈতালী সাজ সাজে।

কবি পরিচিতি : জেডি, এসএমই এন্ড এসপিডি, প্র. কা

গোধূলিবেলা

বিপ্লব চন্দ্র দত্ত

জীবন-সমরে রণ-ক্লান্ত এক সৈনিক আমি।
কোন এক পড়ন্ত বিকেলে-
অংশুমালী যখন পশ্চিম দিগন্তে বিলীন হবার অপেক্ষায়,
রূপসজ্জার দর্পণে দেখছিলাম নিজেকে আপাদমস্তক।
স্বপ্নঘেরা আঁখি নিচে ঈষৎ ভাঁজ, মাথায় পাকা চুল।
ইট-চাপা ঘাসের মতো বিবর্ণ সারা শরীর।
শুধু একা নই-
সেই যৌবনের জীবন সাথী, অমৃত অপ্সরী,
একদা যার ঠোঁটে ছিল উর্ব্বশীর হাসি, পলকে চঞ্চলতা,
অঙ্গের প্রতিটি ভাঁজে ছিল সীমাহীন কল্লোল
আজ তার হাসি মলিন, চোখে চশমা।
টোল পড়া কপোলে
এখন একখণ্ড মাংসপিণ্ড ঝুলে আছে।
ধরণী যেনো অবজ্ঞা ভরে বলছে-
তোদের আর প্রয়োজন নেই।
উদ্দেশ্যহীন পথচলা পথিকের মতো
ছুটে চলেছি এতকাল।
শুনতে পাচ্ছি এখন বেলাশেষের সংকেত
জীবনের দ্বারপ্রান্তে গোধূলিবেলার স্থিতি
ক্লান্ত পদে অস্তগামী সূর্যের মতো
মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলা।

কবি পরিচিতি : ডিএম, সিলেট অফিস

ছড়ায় ছড়ায় শুদ্ধ ভাষা — সুবলকুমার বণিক

ভোলানাথ যদি লেখে কোন দরখাস্ত

ভোলানাথ যদি লেখে কোন দরখাস্ত
ভুল করে গোটা কয় একেবারে আস্ত।
অধীন সে লেখে না তো, লেখে অধীনস্থ
তক্ষুনি ব্যাকরণ হয় বিধ্বস্ত!
পণ্ডিত দেখে ক'ন, 'কী আজব ভ্রান্তি,
শুধুই অধীন লেখো তাহলেই শান্তি!'

['স্থ' প্রত্যয় যোগে বিশেষণপদ গঠিত হয়। যেমন নিকটস্থ, মধ্যস্থ, গ্রামস্থ, অভ্যন্তরস্থ, দ্বারস্থ ইত্যাদি। নিকট, মধ্য, গ্রাম, অভ্যন্তর, দ্বার এগুলোর প্রতিটি শব্দই বিশেষ্য এবং 'স্থ' যোগ করার পরেই এগুলো বিশেষণপদে পরিণত হয়েছে। 'অধীন' শব্দটি নিজেই বিশেষণ। 'স্থ' যোগ করে একে আর বিশেষণে পরিণত করবার অবকাশ নেই। সুতরং 'অধীনস্থ' ভুল, শুদ্ধ শব্দ 'অধীন'। 'অধীন' এমনিতেই অধীন, 'স্থ' যোগ করে তার অধীনতাকে আরও পাকাপোক্ত করবার প্রয়োজন নেই।]

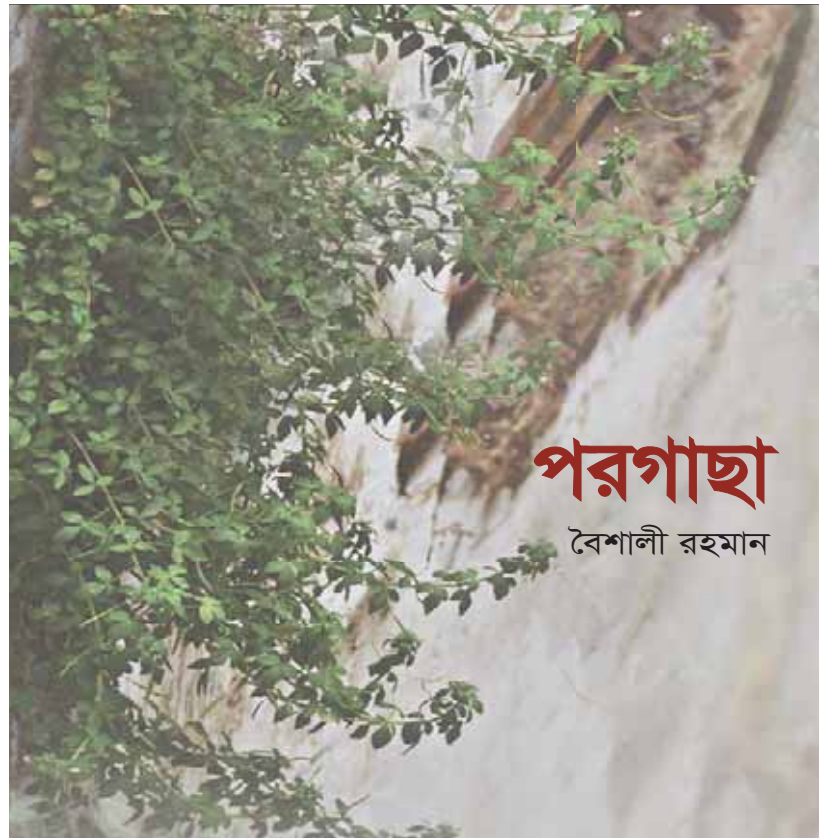

পরগাছা

বৈশালী রহমান

সেলফোনের রিংটোনের শব্দে ঘুম ভাঙল অহনার। আড়মোড়া ভেঙে সে হাতে নিল সেলফোনটা। ভ্রু কুঁচকে তাকালো স্ক্রিনের দিকে। সাকিবের ফোন। বেডরুমের দেয়ালে টাঙানো ঘড়িটির দিকে তাকালো একবার। তার নাবিক স্বামীটি এখন যে বন্দরে আছে সেখানে তো এখন গভীর রাত। এ সময় তো তার ফোন করার কথা নয় আপনমনেই হাসে অহনা। নাহ্ বিয়ের তিন বছর পরেও তার বরটি তাকে খুব মিস করে।

হঠাৎই কেমন যেন আনমনা হয়ে যায় অহনা। এই আরাম-আয়েশ, বিলাস-ব্যসন, নিত্য নতুন ডিজাইনের জামা-কাপড় এসব কি আসলে সে-ই উপভোগ করছে ? সবকিছু কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হয় এখনো। কী ছিল সে পাঁচ বছর আগে ? তিন বোন, দুই ভাইয়ের মধ্যে অহনাই সবার বড়। কাজেই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের স্বাভাবিক নিয়মে বাবার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব চলে আসে অহনার কাঁধের ওপরেই। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ছাত্রী হিসেবে আর যাই হোক, টিউশনি জোটাতে কোন সমস্যা হয় নি তার।

ক্লাস থ্রির একটি বাচ্চাকে পড়াতে গিয়ে পুরো পরিবারটির সাথেই ভালো সম্পর্ক হয়ে যায় তার। সেই বাচ্চাটিরই মামা সাকিব। একটি বিদেশি বাণিজ্যতরীর ভাইস ক্যাপ্টেন সাকিব দেশে এসেছিল পাত্রী পছন্দ করতে। সুন্দরী, শিক্ষিতা অহনাকে প্রথম দেখাতেই ভালো লেগে যায় তার। তবে সাকিবের একটাই শর্ত ছিল। বিয়ের পর পড়াশোনা শেষ করলেও কোন চাকরি-বাকরি করতে পারবে না অহনা। অহনারও এতে কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু ব্যস্ত নাবিক স্বামী ছয়মাস পরপর একবার দেশে আসে। বাকি সময়টা অহনাকে একলাই কাটাতে হয়।

তবে সেদিন অহনার সহপাঠী লিপি একটা নতুন কথা বলল। লিপি এসে প্রথমেই তাকে জিজ্ঞেস করল– পড়াশোনা তো শেষ হলো, এবার কী করবি ঠিক করেছিস ?

– কী আর করব ? বাসায় থাকবো, আরাম করবো আর সামনের মাসে সাকিবের জাহাজ লন্ডনে ভিড়বে। তখন আমিও সেখানে যাব। দারুণ একটা ভ্যাকেশন কাটাব। অহনা উত্তর দিল।

– ছুটি কাটানোর কথা বলছি না। আমি বলছিলাম ক্যারিয়ারের কথা। ইকোনমিকসে মাস্টার্স করলি, চাকরি বাকরি কিছু করবি না ?

হেসে ফেলে অহনা। বলে – মানুষ চাকরি করে টাকার জন্য। আর সামান্য পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকার জন্য সাকিব আমাকে চাকরি করতে দেবেই না।

গম্ভীর হয়ে যায় লিপি। বলে, দেখ অহনা, চাকরি মানুষ শুধু টাকার জন্যই করেনা, নিজের একটা আলাদা পরিচয়ের জন্যও করে। তুই কি চাস শুধু সাকিব ভাইয়ের বউ হয়ে থাকতে ? নিজস্ব একটা পরিচয়ের কি একটুও দরকার নেই তোর ?

এবার সামান্য রাগই করে অহনা। বলে, সাকিব আমাকে রাণীর মত রেখেছে। এই জীবনটাই আমার পছন্দ।

লিপি মন খারাপ করে বলে – তুই চিন্তা করে দেখ, ফ্ল্যাটে তুই থাকিস, কিন্তু ফ্ল্যাটটা কার ? সাকিবের। গাড়িতে তুই চড়িস, কিন্তু গাড়িটা কার ? সাকিবের। হাজার হাজার টাকা তুই ওড়াস, কিন্তু টাকাটা কার ? সাকিবের। তুই তো সবসময় স্বাবলম্বী ছিলি, এখন কেন এরকম পরগাছার জীবন কাটাচ্ছিস ?

অহনা হেসে বলে, কিন্তু সাকিবটা কার ? আমার। ওর বাড়ি, গাড়ি টাকা-পয়সা সব কিছু আমারও। তুই এসব নিয়ে এত মাথা ঘামাস না।

লিপি উদাস ভঙ্গিতে বলে, মানুষ সম্পর্কে কি কখনো নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কখন সে কার হয়ে যায়, তোর ব্যাপার তুই- ই ভালো বুঝিস।

লিপির কথাগুলো মনে আসতেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায় অহনার। মেজাজটা কোনরকমে নিয়ন্ত্রণে এনে রান্নাঘরে যায় অহনা। বাসার বুয়া আর বাবুর্চিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে নিজের ঘরে এসে ল্যাপটপটা অন করে। সাথে সাথে সেলফোনটা আবার বেজে ওঠে। সাকিবের ফোন। ল্যাপটপের সামনে থেকে উঠে এসে ফোনটা রিসিভ করে অহনা। –হ্যালো আজকে হঠাৎ এই সময়ে, আজকাল বুঝি বউকে একটু ঘন ঘনই মনে পড়ছে।

– আসলে একটা জরুরি ব্যাপারেই ফোন করেছি। তোমার সাথে অনেক কথা আছে। তুমি কি এখন ফ্রি আছ ? সাকিবের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

– তোমার জন্য আমি সবসময়ই ফ্রি।

– অহনা, মনটাকে একটু শক্ত কর। হয়তো আমার কথাগুলো তোমার সহ্য নাও হতে পারে।

এবার একটু ভয় পায় অহনা। – কি বলছ তুমি ? সহ্য নাও হতে পারে মানে ? তাড়াতাড়ি বল। আমার খুব টেনশন হচ্ছে।

– দেখ অহনা, সাকিব বলে – তোমার কাছ থেকে একটা কথা আমি গোপন করে গিয়েছি। গত মাসে জাপানে আমাদের জাহাজটা যখন নোঙ্গর করে, তখন একটা মেয়ের সাথে আমার পরিচয় হয়। তার নাম হৃদিতা। সে স্কলারশিপ নিয়ে জাপানে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে। হ্যালো, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ?

– হ্যাঁ, তুমি বল অহনা বলে অবরুদ্ধ কণ্ঠে।

– হৃদিতার সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকে, ওর সাথে মিশে আমার মনে হচ্ছে ওকে ছাড়া আমার বেঁচে থাকাটাই বৃথা। অহনা, তুমি হয়তো কষ্ট পাচ্ছ, কিন্তু প্লিজ, আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা কর। আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে না জানিয়ে ওর সাথে সম্পর্ক রাখতে পারতাম, কিন্ত সেটা করলে তোমাকে ঠকানো হয়।

– তুমি এখন আমাকে কী করতে বল ?

– তোমাকে কিছুই করতে হবে না। আমি মিউচুয়াল ডিভোর্সের সব কাগজপত্র তৈরি করে রাখব। তুমি শুধু তাতে সাইন করে দেবে।

আরও কত কি বলে যায় সাকিব। কিন্তু অহনার কানে সেসব কিছু ঢোকে না। তার কানে কেবলই বাজতে থাকে লিপির কণ্ঠস্বর – ফ্ল্যাটে তুই থাকিস, কিন্তু ফ্ল্যাটটা কার ? সাকিবের। গাড়িতে তুই চড়িস, কিন্তু গাড়িটা কার ? সাকিবের। হাজার হাজার টাকা তুই ওড়াস, কিন্তু টাকাটা কার ? সাকিবের।

জবাবে অহনা কিছুতেই আগের মতো আত্মবিশ্বাসের সাথে বলতে পারে না – সাকিবটা কার ? আমার..

প্রাণপণে পায়ের তলার মাটি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে অহনা। কিন্তু পরগাছারা কি কখনোই পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায় ?

■ *গল্পকার : এএম, চট্টগ্রাম অফিস*

হার্ডডিস্ক নষ্টের কারণ ও সাবধানতা

মোঃ ইকরামুল কবীর

হার্ডডিস্ক হচ্ছে তথ্য ভাণ্ডার যা নষ্ট হলে কম্পিউটারের পুরো তথ্য সংরক্ষণ ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। হার্ডডিস্ক নষ্ট হওয়ার বিভিন্ন কারণ রয়েছে, যেগুলো জানা থাকলে আমরা আমাদের হার্ডডিস্ককে নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করতে পারি। নিম্নোক্ত কারণে সচরাচর হার্ডডিস্ক নষ্ট হয়ে থাকে -

১. কম্পিউটার/ল্যাপটপ চালু অবস্থায় অস্বাভাবিকভাবে অবস্থানের পরিবর্তন, সরানো, নড়ানো বা আন্দোলিত হলে।
২. যথার্থভাবে শাটডাউন (Shutdown) দিয়ে কম্পিউটার/ল্যাপটপ বন্ধ করা না হলে।
৩. কোন অ্যাপ্লিকেশন চালু অবস্থায় হঠাৎ করে বাহ্যিক কারণে কম্পিউটার/ল্যাপটপের পাওয়ার বন্ধ হয়ে গেলে।
৪. ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে ও আঘাতজনিত ব্যাডসেক্টর পড়ার কারণে।
৫. শক্তিশালী বিদ্যুৎ-চৌম্বকীয় বলরেখার উপস্থিতি আছে যেমন সিআরটি মনিটর, সাউন্ডবক্স প্রভৃতির কাছাকাছি কম্পিউটার/ল্যাপটপ রাখলে।
৬. হঠাৎ করে তাপমাত্রার অতিরিক্ত তারতম্য ঘটলে।
৭. হার্ডডিস্কের ভেতরে কোন কারণে ধূলাবালি প্রবেশের মাধ্যমে স্ক্র্যাচ পড়লে ও তরল পদার্থের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে শর্ট সার্কিট হলে।
৮. কম্পিউটার/ল্যাপটপ দীর্ঘক্ষণ চালু রাখার কারণে এবং কুলিং ফ্যানের বাতাস বাধাপ্রাপ্ত হয়ে সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি গরম হলে।

ভবিষ্যতে হার্ডডিস্ক নষ্ট না হওয়ার জন্য প্রতিকার হিসেবে নিম্নলিখিত নিয়মসমূহ অনুসরণ করা যায় ঃ

১. হার্ডডিস্ক নষ্টের উল্লিখিত কারণগুলো বিবেচনাপূর্বক কম্পিউটার/ল্যাপটপ ব্যবহার করা।
২. অন্তত ৩ (তিন) মাস অন্তর অন্তর হার্ডডিস্কের স্ক্যানডিস্ক ও ডিফ্রাগমেন্টেশন চালানো।
৩. হার্ডডিস্ক হতে কোন অ্যালার্ট মেসেজ প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রয়োজনীয় তথ্যের ব্যাকআপ রাখা।
৪. হালনাগাদকৃত (Updated) অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করা ও পেন ড্রাইভ ব্যবহারের পূর্বে স্ক্যান করে নেওয়া। ইন্টারনেট ব্যবহারে অনাকাঙ্ক্ষিত মেইল অ্যাটাচমেন্ট ও ডাউনলোড সম্পর্কে সতর্ক থাকা।
৫. বিভিন্ন ইউটিলিটি সফটওয়্যার ইনস্টলেশন ও ব্যবহারের পূর্বে সতর্কতা অবলম্বন করা।
৬. কম্পিউটার/ল্যাপটপের অবস্থান পরিবর্তনের পূর্বে স্লিপ মোডে না রেখে পুরোপুরি শাটডাউন করে নেওয়া, কারণ স্লিপ মোড শুধু নিম্ন পাওয়ার গ্রহণে সাহায্য করে, হার্ডডিস্ককে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় করে ফেলে না।

উল্লিখিত সাবধানতা অবলম্বন সত্ত্বেও ইলেকট্রনিক ডিভাইস হার্ডডিস্ক নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বিধায় হার্ডডিস্কের মূল্যবান তথ্য সিডি/ডিভিডিতে সংরক্ষণ করা নিরাপদ।

লেখক: সহকারী মেইনটিন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (এডি), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
ই-মেইলঃ kabir.ekramul@bb.org.bd

ভালো থাকা নিজের ওপর

ডাঃ এস এম শাহেদ হাসান

আমরা অনেকেই উচ্চ রক্তচাপ থাকা সত্ত্বেও বিষয়টি চিকিৎসকের কাছে গোপন করি। মনে করি যে, একবার যদি চিকিৎসক ঔষধ দেন তা সারা জীবন খেতে হবে বা চিকিৎসাটা ব্যয়বহুল হতে পারে।

অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন, উচ্চ রক্তচাপ কি ? বা কখন রক্তচাপকে বেশি বলবো ? সাধারণত এ উপমহাদেশের আবহাওয়া ও মানুষের শারীরিক গঠনের ভিত্তিতে রক্তচাপ ১৩০/৯০ মিলিমিটার মার্কারির (১৩০/৯০ এমএমএইচজি) ওপরে থাকলে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলে। কায়িক পরিশ্রমের পর, রাগারাগি করলে, রাতে ঘুম না হলে, কোন বিষয় নিয়ে চিন্তিত থাকলে হঠাৎ রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। তখন তাকে উচ্চ রক্তচাপের রোগী বলা যাবে না।

এসব কারণ ছাড়া আমরা যদি উচ্চ রক্তচাপের অন্যান্য কারণ খুঁজতে থাকি তবে মজার ব্যাপার হলো উচ্চ রক্তচাপের ৯০% কারণই অজানা, কেবলমাত্র ১০ ভাগ কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে পারিবারিক বা বংশগত, কিংবা কিডনি রোগ ও ডায়াবেটিস সংক্রান্ত কারণই বেশি।

অনেকেরই মনে হতে পারে যে, এই উচ্চ রক্তচাপ নিয়ে এতো চিন্তারই বা কি আছে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হবার কারণে সর্বদা রক্তনালি অতিরিক্ত চাপ সহ্য করে। এই অতিরিক্ত চাপ আমাদের মস্তিষ্ক, চোখ, কিডনি, হৃৎপিণ্ড প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ওপর পড়ে। সর্বক্ষণ অনিয়ন্ত্রিত রক্তচাপের পরিণাম হতে পারে- মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ (Stroke) রেটিনো প্যাথি, রেনাল ফেইলর, হার্ট অ্যাটাক। তবে কোন ব্যক্তির উচ্চ রক্তচাপ হলেই যে তাকে প্রথম থেকেই ঔষধ খেতে হবে এমন নয়। প্রথম তিন মাস তিনি নিজ থেকেই জীবনযাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেন। আপাতত নিম্নোক্ত কিছু উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে আমরা ঔষধ ছাড়া রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

অনেকক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, হঠাৎ করে ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণে অনেকের উচ্চ রক্তচাপ দেখা যায়। এই অতিরিক্ত ওজন থেকে ১০ পাউন্ড বা ৪.৫ কেজি ওজন কমিয়ে ফেলতে পারলে রক্তচাপ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে আসবে। সাধারণভাবে, ওজন যত কমবে রক্তচাপও তত কমবে। দৈনিক ৩০ থেকে ৬০ মিনিট ব্যায়াম আপনার রক্তচাপকে কমিয়ে দিতে পারে। যদি আপনি কর্মঠ হন তবে মাত্র কয়েক সপ্তাহেই আপনার রক্তচাপ কমে যাবে।

এমন খাবার প্রতিদিন খেতে হবে যেখানে শর্করা কম, ফলমূল আর শাক সবজি বেশি। চর্বিযুক্ত খাবার ও ফাস্ট ফুড বর্জন করতে হবে। খাবার সময় অতিরিক্ত লবণ বর্জন করতে হবে। ধূমপান করা যাবে না। সিগারেটে যে নিকোটিন থাকে তা আমাদের শরীরের অন্যান্য ক্ষতির সাথে সাথে রক্তচাপ অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়। যেসব খাবারে ক্যাফেইন আছে যেমন চা বা কফি কম পান করতে হবে। কারণ চা বা কফিতে যে ক্যাফেইন থাকে তা রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। দুশ্চিন্তা অস্থায়ীভাবে আমাদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়।

যতক্ষণ আপনি দুশ্চিন্তা করবেন ততক্ষণ আপনার রক্তচাপ বেড়ে যাবে। নিয়মিত বাসায় রক্তচাপ মাপতে হবে এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে। তবে একটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, যদি চিকিৎসক রোগীকে ঔষধ প্রেসক্রাইব করেন, তাহলে অবশ্যই নিয়মিত এবং নির্দিষ্ট সময়ে ঔষধ খেতে হবে।

আসলে যদি আমরা একটু সচেতন হই, তবে অনেক ভোগান্তি থেকে নিজেরাই নিজেদের মুক্ত রাখতে পারি।

■ *লেখক: মেডিকেল অফিসার, রাজশাহী অফিস*

২০১৩ সালে পিএসসিতে জিপিএ-৫

লতা বর্মন (বিন্‌তি)
মতিঝিল মডেল হাই স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: স্বর্ণা বর্মন
পিতা: বিষন চন্দ্র বর্ম্মন
(এডি, ডিবিআই-১, প্র.কা.)

জয়ন্ত চৌধুরী (জয়)
পুলিশ স্মৃতি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মিরপুর

মাতা: নমিতা চৌধুরী
পিতা: বিজন কান্তি চৌধুরী
(এএম (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)

রাফিয়া হোসেন মেঘলা
ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা

মাতা: জাহানারা বেগম
পিতা: মোঃ দেলোয়ার হোসেন
(এস.সি.টি, এফইপিডি, প্র.কা.)

সাদিয়া আমিন হৃদি
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: নাজমা বানু
(এএম (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)
পিতা: রুহুল আমিন

নিবাস দেবনাথ
বরিশাল জিলা স্কুল

মাতা: বিথিকা দেবনাথ
পিতা: নরেশ চন্দ্র দেবনাথ
(ডিএম, বরিশাল অফিস)

মাহির আবদুল্লাহ
মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

মাতা: রোকেয়া আক্তার
পিতা: মোঃ শওকত আলম
(ডিডি, আইএডি, প্র.কা.)

শ্রীশান্ত রায় (অংশু)
স্কলার্সহোম প্রিপারেটরী স্কুল, সিলেট

মাতা: অনুরাধা রায়
পিতা: শান্তনু কুমার রায়
(ডিজিএম, সিলেট অফিস)

নাফসান আফরিন
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: শেফালী বেগম
পিতা: এমরান আলী
(এএম (ক্যাশ), মতিঝিল অফিস)

নুররাজ আক্তার রানু
বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল

মাতা: মনোয়ারা বেগম
পিতা: মোঃ নুরুল আমিন
(কেয়ারটেকার ২য় মান, মতিঝিল অফিস)

রাহাত মাহমুদ সেতু
খুলনা জিলা স্কুল

মাতা: লীনা আলম
পিতা: এবিএম খায়রুল আলম
(ডিএম (ক্যাশ), খুলনা অফিস)

সাদিয়া আফরিন
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ, ঢাকা

মাতা: খালেদা ফেরদৌসী
পিতা: গোলাম কিবরিয়া মোল্যা
(ডিডি, সিবিএসপি সেল, প্র.কা.)

ইমরান আহমেদ রাফি
বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদাবাদ, ঢাকা (সন:২০১২)

মাতা: রুনা খানম
পিতা: মোঃ ইব্রাহিম মিয়া
(এডি, এইচআরডি-১, প্র.কা.)

২০১৩ সালে জেএসসিতে জিপিএ-৫

উম্মে হাবিবা ছিদ্দিকা (লাবণ্য)
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

মাতা: সুলতান আরা বেগম
পিতা: আব্বাছ উদ্দিন ছিদ্দিক
(এডি (প্রকৌশল), সিএসডি-২), প্র.কা.)

মেহেদি হাছান (ইফতি)
বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

মাতা: ফাতেমা বেগম
পিতা: মোঃ সোলায়মান
(সিনিঃ কেয়ারটেকার, চট্টগ্রাম অফিস)

মনিষা মুখার্জী
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী ল্যাবরেটরী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া

মাতা: মালা সান্যাল
(এএম (ক্যাশ), বগুড়া অফিস)
পিতা: রঘুনাথ মুখার্জী

ইশরাত আরা ইরা
সাভার ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ

মাতা: শামীম আরা
পিতা: মোঃ ইয়াছিন আলী
(ডিএম, মতিঝিল অফিস)

মোঃ আরিফুল ইসলাম পলাশ
বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল, সিলেট

মাতা: কুলসুম আক্তার
পিতা: মোঃ আজিজুর রহমান
(কেয়ারটেকার ১ম মান (ক্যাশ), সিলেট অফিস)

অনিন্দ সোম
স্কলার্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা (বাণিজ্য বিভাগ, এসএসসি)

মাতা: চিনু রাণী দাস
পিতা: ইন্দ্রজিত কুমার সোম
(জেডি, ডিবিআই-২, প্র.কা.)

মুদ্রার ধারণা

ব্যাংক কী

ব্যাংক হলো এক ধরনের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান যারা মানুষের টাকা জমা রাখে ও চাহিদা অনুসারে অন্যদের ঋণ দেয়। ব্যাংকে টাকা জমা রাখা নিরাপদ। এ জন্য সকলেই ব্যাংকে টাকা জমা রাখা পছন্দ করেন। যাঁরা ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন ব্যাংক তাঁদের কম হারে সুদ দেয়। আবার যাঁরা ব্যাংকের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করেন তাঁদের কাছ থেকে ব্যাংক অধিক হারে সুদ আদায় করে। সুদের এই পার্থক্যই ব্যাংকের লাভ। ধরা যাক, লীলাবতীর কাছে এক লক্ষ টাকা আছে। তিনি এই টাকা নিজের ঘরে রাখা নিরাপদ মনে করছেন না। তাই তিনি ব্যাংকে একটি হিসাব খুলে সেখানে এক লক্ষ টাকা জমা দিয়ে দিলেন। ব্যাংক এ জন্য লীলাবতীকে শতকরা বার্ষিক ছয় টাকা হারে সুদ দেবে। অর্থাৎ এক বছর জমা রাখলে লীলাবতী এক লক্ষ টাকার জন্য ছয় হাজার টাকা সুদ পাবেন। আবার ব্যাংক লীলাবতীর জমা রাখা এই এক লক্ষ টাকা সামাদ ব্যাপারিকে শতকরা বার্ষিক দশ টাকা হারে সুদ প্রদানের শর্তে এক বছরের জন্য কর্জ দিতে পারে। এতে এক বছরে ব্যাংক দশ হাজার টাকা সুদ পাবে। এভাবে ব্যাংক চার হাজার টাকা লাভ করতে পারবে। এ ছাড়া ব্যাংক গ্রাহকদের আরও নানারকম সেবা দিয়ে আয় করতে পারে।

পৃথিবীতে ব্যাংকের জন্ম হলো কী করে ?

পৃথিবীতে ব্যাংকের জন্ম একদিনে হয়নি। শতশত বছরের নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যাংক বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। ঠিক কবে কখন ব্যাংকের জন্ম হয়েছে তা নিশ্চিত করে কেউই বলতে পারে না।

অনেকের ধারণা, ব্যাংক (BANK) শব্দটি ইতালিয় BANCO শব্দ থেকে এসেছে। BANCO শব্দটির অর্থ হচ্ছে বেঞ্চ বা লম্বা টুল। আমাদের দেশেও বহু স্থানে বসার জন্য এরকম বেঞ্চ বা লম্বা টুলের ব্যবহার আছে।

আগেকার দিনে স্বর্ণকাররা ছিল ধনী ও বিশ্বস্ত মানুষ। বাজারে তাদের দোকান ছিল এবং মূল্যবান সম্পদ রাখার জন্য তাদের দোকানে সিন্দুক থাকত। প্রথমে স্বর্ণকারদের ঘনিষ্ঠ মানুষেরা দূরে কোথাও বেড়াতে গেলে তাদের মূল্যবান সম্পদ স্বর্ণকারের কাছে রেখে যেত। এসবের মধ্যে ছিল টাকা, সোনা ও রুপা। ধীরে ধীরে স্বর্ণকারের কাছে সম্পদ জমা রাখার ব্যাপারটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। অনেকেই তাদের কাছে টাকাপয়সা, সোনাদানা জমা রাখা শুরু করেন।

খ্রিস্টজন্মের ২০০০ বছর আগে ব্যাবিলনেও একই ঘটনা ঘটে। সেখানকার মানুষ উপাসনালয়ে পুরোহিতদের কাছে সম্পদ জমা রাখা শুরু করেন। সে আমলে উপাসনালয় ছিল সকলের কাছে একটি পবিত্র স্থান। সেখানে কেউ চুরিডাকাতি করবে না বলে সকলে বিশ্বাস করতেন। তাছাড়া উপাসনালয়ের পুরোহিতরা ছিলেন সৎ ও সকলের বিশ্বস্ত। তাই পুরোহিতের কাছে সম্পদ জমা রেখে সবাই নিশ্চিত থাকতে পারতেন। প্রাচীন গ্রিসেও উপাসনালয়ে সম্পদ জমা রাখার তথ্য পাওয়া যায়।

স্বর্ণকাররা অনেক ধনী ছিলেন বলে প্রয়োজনের সময় অনেকেই তাদের নিকট টাকা কর্জ চাইত। তখন স্বর্ণকাররা সুদের বিনিময়ে অভাবি মানুষকে কর্জ দিত। এক পর্যায়ে স্বর্ণকাররা বুঝতে পারল যে, অন্য মানুষের জমা রাখা টাকাও ইচ্ছে করলে সুদের বিনিময়ে খাটানো যায়। কারণ বছরের প্রায় পুরো সময়টাই তাদের সিন্দুকে অন্যদের বড় অঙ্কের টাকা জমা থাকে। পুরোহিতরাও একইভাবে মানুষকে ঋণ দিয়ে আয় করা শুরু করলেন। স্বর্ণকার ও পুরোহিতদের এ ব্যবসা যখন জনপ্রিয় হয়ে উঠল, তখন তারা জমাকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য লাভের একটা অংশ তাদের দেওয়া শুরু করল। এভাবেই প্রাচীন আমলে শুরু হলো ব্যাংক ব্যবসা। পরবর্তী সময়ে সরকারি সহযোগিতায় ব্যাংকব্যবসায়ের আরও উন্নতি হয়। এক সময় স্বর্ণকারদের নিকট প্রচুর সম্পদ জমে যায়। তখন তারা সরকারের অনুমতি নিয়ে সরকারি কোষাগারেও সম্পদ জমা রাখা শুরু করে। স্বর্ণকার, পুরোহিতদের হাত ধরে ব্যাংকব্যবসা এক সময় ব্যবসায়ী ও মহাজনশ্রেণির হাতে চলে আসে। অনেক চড়াই-উতরাইয়ের পর ১১৫৭ সালে সরকারি উদ্যোগে বিশ্বের প্রথম ব্যাংক 'ব্যাংক অব ভেনিস' আত্মপ্রকাশ করে।

ক্রেডিট কার্ড

আজকাল ক্রেডিট কার্ড দিয়েও দেশে বা বিদেশে কেনাকাটা করা যায়। সাধারণত ব্যাংক গ্রাহকদের ক্রেডিট কার্ড দিয়ে থাকে। যারা ব্যাংকে হিসাব খোলেন এবং ব্যাংকের সেবা গ্রহণ করেন তারাই ব্যাংকের গ্রাহক। অনেক ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি রয়েছে যারা সরাসরি অথবা ব্যাংকের মাধ্যমে ক্রেডিট কার্ড বিতরণ করে। যেমন, ভিসা, মাস্টার কার্ড।

ক্রেডিট কার্ড

গ্রাহকরা ক্রেডিট কার্ড নিয়ে নির্দিষ্ট দোকানে গিয়ে বাকিতে কেনাকাটা করতে পারেন। ধরা যাক, একজন গ্রাহক গুলশানের একটি দোকান থেকে পাঁচ হাজার টাকার শাড়ি কিনলেন। এক্ষেত্রে ক্রেডিট কার্ড দেখালে তাকে আর নগদ টাকা দিতে হবে না। দোকানি একটা বিলে ক্রেতার সই রাখবেন এবং বিল দেখিয়ে তিনি ব্যাংক বা ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি থেকে টাকা নিয়ে নেবেন।

অন্যদিকে ব্যাংকও পরে গ্রাহকের নিকট থেকে টাকা পাবেন। কাজেই গ্রাহককে নগদ টাকা পকেটে নিয়ে বাজারে যেতে হচ্ছে না। কিংবা এই মুহূর্তে নগদ টাকা নেই বলে গ্রাহক পছন্দের জিনিসটি কিনতে পারছেন না-এমনও হবে না।

ট্রাভেলার্স চেক

সাধারণত ব্যাংকগুলো ট্রাভেলার্স চেক বিক্রি করে থাকে। কেউ যদি দেশে বা বিদেশে ভ্রমণ করতে চায়, তাহলে সে নগদ টাকা বা বৈদেশিক মুদ্রার বদলে ট্রাভেলার্স চেক নিতে পারে। ট্রাভেলার্স চেক পৃথিবীর যে কোনো দেশে ভাঙানো যায়।

ট্রাভেলার্স চেক কিনলে ভ্রমণকারীকে নগদ টাকা বহনের ঝুঁকি নিতে হয় না। তা ছাড়া ট্রাভেলার্স চেক হারিয়ে গেলে বা চুরি হলেও এর মূল্য ফেরত পাওয়া যায়।

ট্রাভেলার্স চেক

বাংলাদেশ অঞ্চলে ব্যাংক ব্যবসা

অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশ ভূখণ্ডসহ ভারতবর্ষ উপমহাদেশে ব্যাংক ব্যবসার গোড়াপত্তন ঘটে। বৈদিক যুগে এই অঞ্চলে ঋণের ব্যবসা চালু ছিল বলে জানা যায়। যিশুখ্রিস্টের জন্মের ২০০০ বছর পূর্ব থেকে শুরু করে ১০০০ বছর পূর্ব পর্যন্ত সময়কে বৈদিক যুগ বলা হয়। এ এলাকার শেঠ ও শ্রফশ্রেণির মহাজনেরা এই ব্যবসা পরিচালনা করতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে পাকভারতে ইংরেজ বণিকদের আগমন ঘটে। ক্রমে তারা এ অঞ্চলের ব্যবসা করায়ত্ত করতে শুরু করে। এক সময় তাদের পরামর্শে সরকার জগৎ শেঠের ব্যাংকব্যবসা বন্ধ করে সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। এরপর ব্যাংকিং কাজ করার জন্য 'ইংলিশ এজেন্সি হাউজ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব হাউজ অন্য ব্যবসায়ের পাশাপাশি ব্যাংকব্যবসাও শুরু করে। সাধারণ বাণিজ্যিক কাজের সঙ্গে ব্যাংকব্যবসা করার জন্য ইংলিশ এজেন্সি হাউজ ব্যাংকব্যবসায় ব্যর্থ হয়। অতঃপর এই উপমহাদেশে ব্যাংক অব হিন্দুস্থান, বেঙ্গল ব্যাংক, জেনারেল ব্যাংক অব ইন্ডিয়া, ব্যাংক অব বেঙ্গল, ব্যাংক অব বোম্বে, ব্যাংক মাদ্রাজ, প্রেসিডেন্সি ব্যাংক ইত্যাদি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২১ সাথে তিনটি ব্যাংককে একত্র করে ইম্পেরিয়াল ব্যাংক ইন্ডিয়া গঠিত হয়। ১৯৩৪ সালে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া গঠন করা হয়। এটি হচ্ছে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংককে নিয়ন্ত্রণ করে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তিলাভ করে। তখন ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান বাংলাদেশ তখন ছিল পাকিস্তানের অংশ; এটির নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। প্রথমে দুটো রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবেই রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া দায়িত্ব পালন করে। ১৯৪৮ সালে স্টেট ব্যাংক পাকিস্তানের জন্ম হয়। এটি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

পাকিস্তানে ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, হাবিব ব্যাংক লিমিটেডসহ আরও অনেকগুলো ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে এসব ব্যাংকের অনেক শাখা স্থাপিত হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ শুরু করে। ১৯৭২ সালেই বাংলাদেশে ব্যবসারত সবগুলো ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়। এ পর্যায়ে এ দেশের ১২টি ব্যাংককে পুনর্গঠন করে ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক তৈরি করা হয় এবং ব্যাংকগুলোর নতুন নামকরণ হয়। নতুন নামের ব্যাংকগুলো হচ্ছে সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক ও উত্তরা ব্যাংক। এসব ব্যাংক পরে ব্যক্তিমালিকানায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

মাথাপিছু গড় আয় (মার্কিন ডলার)

২০১২ সালে ৮৪০ মার্কিন ডলার
*২০১৩ সালে ১০৪৪ মার্কিন ডলার**

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

১৯ মার্চ ২০১৩ : ১৩৮০৫.২৭
১৯ মার্চ ২০১৪ : ১৯০৫৩.৫৩

রপ্তানির পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ফেব্রুয়ারি ২০১৩ : ২২৪৬.৫১
জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১২-১৩ : ১৭৪০০.৫২
ফেব্রুয়ারি ২০১৪ : ২৩৮৯.৪২
জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১৩-১৪ : ১৯৮২৯.০০

প্রবাসী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

ফেব্রুয়ারি ২০১৩ : ১১৬৩.১৮
জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১২-১৩ : ৯৮৯১.৯৫
ফেব্রুয়ারি ২০১৪ : ১১৬৪.০৩
জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০১৩-১৪ : ৯১৯৬.৯৯

ঋণপত্র (এলসি) খোলা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

জানুয়ারি ২০১৩ : ৩২২৮.১৪
জুলাই-জানুয়ারি ২০১২-১৩ : ২০২৮২.৪১
জানুয়ারি ২০১৪ : ৩৬১১.৯৩
জুলাই-জানুয়ারি ২০১৩-১৪ : ২২৪২২.৬১

ব্রড মানি (M_2) স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত : ৫৬২৪.৭৭
জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত : ৬৫৩৭.৬৬

রিজার্ভ মানি স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত : ১০৬২.৪৪
জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত : ১২১৫.৭৮

মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত : ৫৪৪৬.৫২
জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত : ৬০৫৪.৬৪

বেসরকারি খাতে ঋণের স্থিতি (বিলিয়ন টাকায়)

জানুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত : ৪৩০৪.২৯
জানুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত : ৪৭৮১.২৯

জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক**

ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৬.১৫
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৭.৮৪
ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ১২ মাসের গড় ভিত্তিক - ৭.৫৭
পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিক - ৭.৪৪

(উৎস : তথ্য ও জনসংযোগ উপবিভাগ, গভর্নর সচিবালয়
**= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে*
***= নতুন ভিত্তিবছর ২০০৫-০৬=১০০ অনুসারে)*

নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নতুন সংযোজন

এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি কেপিআই (Key Point Installation) প্রতিষ্ঠান হিসেবে অনেকদূর এগিয়ে গেছে। কেপিআই প্রতিষ্ঠানে সার্বক্ষণিক জোরালো নিরাপত্তা বজায় রাখা জরুরি। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশ ব্যাংকে বেশ কিছু নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক অটোমেশন কার্যক্রমের আওতায় গৃহীত প্রকল্পগুলোর মধ্যে ডিজিটাল এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম অন্যতম। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত।

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন ভবনের ফ্লোরগুলোতে ১৩০টি দরজায় এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম পর্যায়ক্রমে স্থাপন করা হবে

বাংলাদেশ ব্যাংক কেপিআই (Key Point Installation) ভুক্ত প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এর সার্বিক নিরাপত্তা জোরদার করার ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সংযোজন এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম।

এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেম মূলত আধুনিক নিরাপত্তা ইক্যুইপমেন্টের একটি অংশ। এ সিস্টেমটি একটি সফটওয়্যার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত এ ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের রেকর্ড কম্পিউটারে সংরক্ষণ ও মনিটরে অবলোকন করা এবং সর্বসাধারণের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হবে। ডিজিটাল এক্সেস কন্ট্রোল বিষয়ে গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট থেকে একটি নীতিমালাও জারি করা হয়েছে যা 'বাংলাদেশ ব্যাংক প্রবেশাধিকার সংরক্ষণ নীতিমালা-২০১৩' হিসেবে পরিচিত। বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন ভবনের ফ্লোরগুলোতে ১৩০টি দরজায় পর্যায়ক্রমে এই সিস্টেম স্থাপন করা হবে। ইতোমধ্যে

এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেমের উদ্বোধন করছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

ফ্লোরগুলোতে সিস্টেম উপযোগী কাঁচের দরজা স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আতিউর রহমান ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে তাঁর নিজের কার্ড পাঞ্চ করে এক্সেস কন্ট্রোল সিস্টেমের উদ্বোধন করেন। প্রথম পর্যায়ে মূল ভবন ও তার পাশের সংলগ্নী ভবনে এই সিস্টেম চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে ত্রিশ তলা ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে ধারাবাহিকভাবে এটি চালু করা হবে।

এই ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট কার্ডধারী সহকারী পরিচালক হতে তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ব্যাংকের সকল বিভাগে যাতায়াত করতে পারবেন। অফিসার থেকে নিম্নের কর্মচারীদের জন্য নিজ নিজ বিভাগে যাতায়াতের অথরাইজেশনযুক্ত কার্ড ধারাবাহিকভাবে সরবরাহ করা হবে। তবে তারা নিজ নিজ বিভাগে সংরক্ষিত বিশেষ কার্ড গ্রহণপূর্বক প্রয়োজনে অন্যান্য বিভাগে যাতায়াত করতে পারবেন। ভিজিটরদের জন্যেও বিশেষ কার্ড/পাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ইতিপূর্বে আর্চওয়ে মেটাল ডিটেকটর, ক্লোজড সার্কিট টেলিভিশন (সিসিটিভি), ব্যাগ বা লাগেজ চেকিংয়ের জন্য স্ক্যানার মেশিন, গাড়ি চেকিংয়ের জন্য আন্ডার ভেহিক্যাল সার্চিং সিস্টেম ইত্যাদি আধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, ৪র্থ তলার বোর্ডরুম ও কনফারেন্স রুমের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ইন্ডিভিজ্যুয়াল মনিটর সম্বলিত ওয়্যারলেস কনফারেন্স সিস্টেমটি স্থাপনের অপেক্ষায় রয়েছে। পাশাপাশি ইন্টারনেটভিত্তিক IP PABX টেলিফোন ব্যবস্থা ও পরিবেশবান্ধব ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এলইডি টিউব লাইট স্থাপনের কাজও অব্যাহত আছে।

■ পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই-মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।